মুখর প্রচ্ছদ

মুখর প্রচ্ছদ

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

প্রণতি

প্রণতি পাবলিশিং হাউস
কলকাতা - ৭০০০৪৫

MUKHAR PRACHHAD

A collection of Bengali Poems

by

Rabi Gangopadhyay

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর, ২০১০

কপিরাইট
রেবা গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশক
সৌম্য গঙ্গোপাধ্যায়
ব্লক পি. ওয়ান. এইচ
শেরউড এস্টেট
১৬৯ এন.এস.বোস রোড
কলকাতা ৭০০০৮৭

পরিবেশক
প্রণতি পাবলিশিং হাউস
১৭০/৪৩, লেক গার্ডেন্স
কলকাতা ৭০০০৪৫

মুদ্রক
অমিত ব্যানার্জী
টালিগঞ্জ, কলকাতা - ৪০

যোগাযোগ ঃ ০৯৪৩৪৫২১৩৪৯
Website : hpt..//www.rabigangopadhyay.com

মূল্য
একশো কুড়ি টাকা

উৎসর্গ

অধ্যাপক ড. পূর্ণেন্দু দাশগুপ্ত
পল হোয়াইট ফিল্ড হর্ন প্রফেসর
টেক্সাস ইউনিভারসিটি

রবি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাব্যগ্রন্থ

ভালবাসায় অভিমানে	১৯৭৬	আকাদমিআ-কলকাতা, প্রথম প্রকাশ
ভালবাসায় অভিমানে	২০১০	আকাদমিআ-কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ
কবিতার কাছাকাছি একা	১৯৮১	আকাদমিআ-কলকাতা
বৃষ্টির মেঘ	১৯৮২	আকাদমিআ-কলকাতা
কোজাগর	১৯৮৪	প্রমা-কলকাতা
আরশি টাওয়ার	১৯৮৯	সংবেদ-কলকাতা
মা	২০০৩	আর্ষ-বাঁকুড়া
পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে	২০০৮	কালপ্রতিমা-কলকাতা
উৎফুল্ল গোধূলি	২০০৮	কালপ্রতিমা-কলকাতা
কয়েক টুকরো	২০১০	কালপ্রতিমা-কলকাতা
প্রাচীন পদাবলী	২০১০	কালপ্রতিমা-কলকাতা
জলের মর্মর	২০১০	প্রণতি পাবলিশিং হাউস-কলকাতা
গেরুয়া তিমির	যন্ত্রস্থ	

সূচীপত্র

□ মুখর প্রচ্ছদ □ তোমার সঙ্গে ১১
□ চলো বেড়িয়ে আসি □ সন্ধ্যা ১২
□ মনে পড়ে □ তোমার মনে আছে ১৩
□ অভিমুখ □ যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু ১৪
□ লিখতে লিখতে □ ভালবাসতে বাসতে ১৫
□ আমি চিনি □ রাগী লোকটা ১৬
□ লোকটা □ শৈশব □ তাদের জন্যে ১৭
□ একদিন □ মাঝরাতের গান ১৮
□ আমার স্নান আহ্নিক □ এই অবেলায় ১৯
□ অগ্নিকণা ছাই □ সৌমা ২০
□ পূর্ণেন্দু ২১
□ সুধেন্দুদা □ ওপারে □ কাঁসাই ২২
□ ছুটি □ প্রতিমা মানুষী ২৩
□ ফোন বাজে □ হওয়া না হওয়া ২৪
□ মুহূর্ত □ নিরাবরণ □ ক্রন্দসী □ অনন্ত মুখরতায় ২৫
□ অবধারিত নিরপেক্ষতায় □ হেডলাইন □ বাঁকুড়া ২৬
□ অজ্ঞতা বিষয়ক □ অপ্ররোচিত ২৭
□ মস্কো □ তবুও দু'প্রান্তে ২৮
□ একটি কবিতা □ নির্দিষ্ট ২৯
□ শব্দ ৩০
□ বাল্মীকী □ যে কোনো ভাবে ৩১
□ অমলতাস ৩২
□ পরিহাসপ্রিয় □ কবিতা ৩৩
□ একটু পরেই □ নন্দিত ছায়াশরীর □ লু'র কবিতা ৩৪
□ মোবাইল □ বল্মীক ৩৫
□ হেসে উঠলেন ৩৬
□ পোস্টমডার্ন কবিসভা □ আজ রবিবার ৩৭
□ পদ্ম □ দেওঘর ৩৮
□ ভোর ৩৯
□ লালমাটি এক্সপ্রেস □ কবিতা ৪০
□ দীঘা □ প্রাণ ৪১
□ আগ্নেয়গিরির দেশে □ কবিমনোভূমিতে ৪২
□ স্বীকারোক্তি ৪৩
□ অসঙ্গতরণী □ ডাকনাম ৪৪

□ শঙ্খচিল □ অপেক্ষা ৪৫
□ হাতের কথা □ পুরনো ছবি ৪৬
□ স্তব্ধবাক □ অন্তর্গত ৪৭
□ অনির্ণেয় □ সর্বনাশ ৪৮
□ প্রেমিক হলে □ ভালবাসা ৪৯
□ ভ্রমণসূচি □ পালক ৫০
□ বরাটদা □ শেরউড এস্টেট ৫১
□ কাব্যগ্রন্থ □ কৃতাঞ্জলি ৫২
□ র‍্যাবো ৫৩
□ জাহাজ □ আঁধার করবী ৫৪
□ ঝাঁপ □ আনন্দধারায় ৫৫
□ কাঠবেড়ালি □ মজার মানুষ ৫৬
□ অপরিবর্তিত ৫৭
□ দেখা □ তাকিয়ে আছি ৫৮
□ পীঠদেবতা □ বাসা ৫৯
□ ফিরে যেতে □ বাড়ি ফেরা ৬০
□ এখন ৬১
□ দাঁড়াও পথিকবর □ চাঁদ □ ইন্টারভ্যু ৬২
□ ভিতরে □ বাঁকুড়া পুরুলিয়া ৬৩
□ নিজের সঙ্গে □ জগন্নাথ ৬৪
□ অম্লানপঙ্কজমালা ৬৫
□ ধান □ ইস্তাহার ও পোশাক বদলানোর উৎসব ৬৬
□ মার্কাস স্কোয়ার ৬৭
□ স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ □ উত্তর দিতে ৬৮
□ এখন □ নিজের কথা ৬৯
□ নিজের কাছে ৭০
□ তীরবন্ধ ৭১
□ সেতুর সামনে □ স্বপ্ন ৭২
□ জাতিস্মর ৭৩
□ প্রহর যাপন ৭৪
□ শিলোঞ্ছবৃত্তির ব্রত □ বলতে পারি না ৭৫
□ মধ্যবর্তী ৭৬
□ তুমি এসে □ 'প্রাচীন পদাবলী'র ভূমিকা ৭৭
□ ঘরে ফেরা ৭৮
□ বিকেলও শেষ হয়ে আসে □ আপন মনে ৭৯
□ আমি যাই □ একদিন ৮০

মুখর প্রচ্ছদ

রচনাকাল ঃ জানুয়ারী - মে ২০১০

মুখর প্রচ্ছদ

আমার অপরিমেয় অতীত
আমার অপর্যাকুল বর্তমান
আমার অনাহত ভবিষ্যৎ

পড়তে পড়তে তুমি চ'লে যাও।

আমার টেবিলে প'ড়ে থাকে
উই ফসিল জীবাশ্ম
পঞ্চকোষ পাণ্ডুলিপি
পাতায় পাতায় হাহাকার

তোমার মুখের মুখর প্রচ্ছদ

তোমার সঙ্গে

বহুদিন দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে।
আজ হঠাৎ হয়ে গেল।
যখন অন্বেষণে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছি
ব্যাকুলতায় বিদীর্ণ হয়ে বদ্ধমূল
তুমি আসোনি।
আজ সময় নেই। আমি
একটু ব্যস্তই বলতে পার।
অভ্যাসের কক্ষ জুড়ে ঘটনাপুঞ্জের মাঝখানে
হঠাৎ তুমি!
সর্বতঃ পাণিপাদন্তৎ
সর্বেতো ক্ষিশিরোমুখম।
রক্তচমকিত বেদনা। হতবাক হৃদয়।
আমি কি তোমাকে নিয়ে কিছু লিখতে পারি?
বিশেষতঃ আজ সময় কোথায়
এই ভালো। দেখা হলো। কথা হলো।
স্পর্শও। এসব ঘোষণার ব্যাপার নয়। হৃদকমলে
আবৃত থাকুক। গোপন থাকুক।

চলো বেড়িয়ে আসি

কত যে বকেছি তার ইয়ত্তা নেই। কত যে
সময় নষ্ট করেছি। আজ
যখন চুপ, তুমি উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছ
তোমার ছায়া তোমার পায়ের শব্দ তোমার
দিব্যগন্ধ
আমাকে চঞ্চল ক'রে তুলছে।
এই সব অনুভব আর লেখার বিষয়
করব না।
মূর্খ কবি জেনেছে
অমোঘ বৃক্ষে দুটি পাখি
দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া।
আজ অগ্নি জানুক গোপন দহন
জল পিপাসাকাতর বেদনা
আকাশ স্পৃহাহীন ঘটনাপুঞ্জ
আর বাতাস নিঃশ্বাসের ধেনুচলাচল।

কবিতার খাতা রেখে চলো আজ একটু
বেড়িয়ে আসি।

সন্ধ্যা

এখন বয়স। এখন বাতাস শান্ত স্থির।
প্রকৃতি অন্তর্মুখী। নদীটি মোহনামুখী।
আস্তে আস্তে নরম হয়ে আসছে আলো।
কোথাও ফুলের বিকাশোন্মুখ কুঁড়িগুলি
গন্ধ ছড়াচ্ছে একটু একটু। কোলাহলহীন।
এখন তোমার কাছে ব'সে থাকার সময়।
এখন তোমার হাত হাতে নিয়ে শুধু
নীরবে তাকিয়ে থাকার সময়। এখন
সারাজীবনের বিষাদ মুছে গেছে দেখ
আনন্দ ও বিষাদের মুখোশগুলি

প'ড়ে আছে নিথর। এখন আসন্ন
সন্ধ্যার আশ্চর্য উন্মোচনকাতর কবি
স্থির তাকিয়ে আছে ঃ দেখা হবে ব'লে
কথা হবে ব'লে—, তিনি, তিনি বলেছেন!

মনে পড়ে

সমস্ত দিনের শেষে তোমার কাছে চ'লে আসি
চুপ ক'রে ব'সে থাকি। তোমার মুখের দিকে
তাকিয়ে ব'সে থাকি। বাইরে জাহ্নবীর
চ্ছলাচ্ছল। ঝাউয়ের মর্মর। ঘরে ফেরা পাখির ডানা।
সব স্তব্ধ হয়ে আসতে থাকে। সব এলোমেলো
প্রলাপ। উন্মাদ কোলাহল। প্রমত্ত তর্কবিতর্ক।
আমার ঘুম পায়। মলিন মাদুরে আমি
আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ি কখন। ওরা তাকায়।
তুমি ওষ্ঠে তর্জনী তুলে ওদের বারণ করো।
কখন হাতে ছুঁয়ে ঘুম থেকে তুলে যেন বলো
যা, বাড়ি যা, রাত হয়েছে। মা, আমার মনে পড়ে।

তোমার মনে আছে

সে নদীর নাম ভুলে গেছি। ভারি সুন্দর যেন
নাম। সে গ্রামের নাম যেন কী ছিল?
সেই পথরেখা, সেই প্রাচীন সরোবর সেই
প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ, কুলদেবতা, কতো লোক উৎসব।
ভুলে গেছি সেই সব মুখ, সেই সব সহজ
জীবন কণা। জোনাকির মত স্মৃতিপুঞ্জ।
ভুলতে ভুলতে ফেলে এসেছি কতো জন্ম মৃত্যু।
হে পরমা বিস্মৃতি, তোমার মুখ দেখব ব'লে
এত হাড়ের পাহাড় কঙ্কালের স্তূপ আমার
এত পোশাকের পর পোশাক আর পথ আর
পরমা বিস্মৃতি। সব ভুলে গেছি। তোমার মনে আছে।

অভিমুখ

প্রয়োজনের অতিরিক্ত আকাশের প্রাচুর্য মাটিতে
ধুলোয় তৃণে লতায় লুটিয়ে পড়ছে কেমন
অনর্থক রাশি রাশি ঝ'রে যাওয়ার বেদনার পাতারা
প্রান্তরে উড়ে যেতে যেতে ডেকে যাচ্ছে এসো এসো
অনির্বচনীয় উচ্ছ্বাসে মেতে উঠেছে উস্কোখুস্কো পাইন বন
পাহাড়ে সমুদ্রে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ ইতস্তত জ্যোৎস্না
চূড়া থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে নীল গাঢ় নীল
লাল হয়ে উঠছে কিংশুকের বন কৃষ্ণচূড়ার বনান্তর
রাধাচূড়ার হলুদে হলুদে অনিমেষ অপ্রয়োজন
সুপ্তির মধ্যে স্তম্ভিত মৃত্যুর মধ্যে অনির্বাণ অবাধিত
এই আনন্দ ওষধি ও বনস্পতিতে ওতপ্রোত কী পূর্ণ

চলো আজ কাঁসাই অভিমুখে যাই গন্ধেশ্বরী।

যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু

সবটা বুঝতে পারি না। না আলো না অন্ধকার।
একা একজন এক পথ থেকে অন্য পথে এক জন্ম
থেকে অন্য জন্মে চলেছে তো চলেইছে। অন্যমনস্ক।
তবু তো গান থামে না। নক্ষত্রলোক ঝমঝম করতে থাকে।
তবু তো গন্ধ থামে না। স্তব্ধ নিবিড় চাঁপা গ'লে গ'লে যায়।
রূপের ঝর্ণা ঝরছেই—ঝরেই চলেছে—
সবটা বুঝতে পারি না। না জাগরণ না সুষুপ্তি।
এক একজন বাউলের মত এক পথ থেকে অন্য পথে
এক মৃত্যু থেকে অন্য মৃত্যুর দিকে চ'লে যেতে যেতে
হঠাৎ থমকে দাঁড়ায়। তার মুখে আলো পড়ে।
সবটা বুঝতে পারি না। না আলো না অন্ধকার
শুধু যেন মনে হয়, যেন দেখা হয়েছিল যেন
কথা হয়েছিল। করজোড়ে বলি ঃ তস্মৈ দেবায় নমঃ।

লিখতে লিখতে

লিখতে লিখতে উঠে চ'লে গিয়েছিলাম
যেমন চ'লে যাই ধ্যান করতে করতে
খেতে শুতে—
এলোমেলো এই ভ্রমণ।
আশ্চর্য সব ছবি
ধূসর বিষণ্ণ ম্লান অনুজ্জ্বল। বেশির ভাগই পথ
নামেই পথ, অস্পষ্ট জটিল সব রেখা।
কোথাও সেই নদী দেখি না সেই অশ্বত্থ সেই মাঠ
অথবা আজন্ম নূপুর বেঁধে কেঁদে কেঁদে বেড়ানো সেই কিশোরী
সেই মন্দিরের ভিতরে ভাঙাচোরা বিগ্রহ
বিগ্রহের মুখ। স্বপ্নে রঙিন হয়ে ওঠে না সূর্যাস্ত
সূর্যাস্তের মেঘ মেঘের অজস্র রঙ রেখা কোথাও দেখি না
অথচ হুটহাট চ'লে যাই
প'ড়ে থাকে বই খাতা কলম
খোলা দরজা খোলা জানলা লোনায় লাঞ্ছিত দেওয়াল
ঝরা পাতায় ঢাকা বাগান উস্কো খুস্কো বুনো মাথা ঝাউ
সাঁই সাঁই বাতাস—কোথাও সমুদ্র নেই অথচ
অবিরাম ঢেউয়ের শব্দ—সব প'ড়ে থাকে
লিখতে লিখতে উঠে চ'লে যাই
চ'লে গিয়েছিলাম দশ দিন হল।

ভালবাসতে বাসতে

তোমাকে ভালবাসতে ভালবাসতে আমার সব ফুরোলো।
ছোট্ট একটু গল্প—কাহিনীহীন—ফুরিয়ে গেল।
মুড়িয়ে গেল ন'টে গাছ। দিনাবসানের মেঘে মেঘে
ছড়িয়ে প'ড়েছে শেষরশ্মিস্মৃতিচ্ছটা। শীর্ণ নদীটি কী শান্ত
পাড়ের শিমুলে গম্ভীর পেঁচা। শাদা পায়ে চলা পথরেখা।
বাতাস। ঘাসে ঘাসে পাতায় পাতায় টলোমলো বৃষ্টি বিন্দু।
কী যেন হলো না কে যেন এলো না কাকে যেন যাব বলেছিলাম।
তোমাকে ভালবাসতে ভালবাসতে দিনাবসান হল।

আমি চিনি

আমি তাঁকে চিনি। ঘরের বাইরে বিশেষ তাঁকে দেখি না।
আবার বাইরে তো বাইরেই কাটান কয়েকটা মাস।
তখন তাঁর ঘরে দোরে ঝরা পাতার রাশি পুরু ধুলোর আস্তরণ।
চিঠির বাক্স বোঝাই হতে থাকে। ফিরে যায় কুরিয়ার।
আজকাল বাড়িতে কাউকে আসতেও দেখি না তেমন।
আমি তাঁকে চিনি। কেউ তাঁর কথা শুধোয় না পাড়ায়।
শুধু একটি নির্জন নদী একবার জিজ্ঞেস করেছিল
উনি কেমন আছেন? শুধু একবার গোধূলি গলিত আকাশ
বলেছিল, উনি এখানে এসে বসেছিলেন। শুধু একবার
এক দুঃখী ভিখিরিণী তাঁর কথা শুধোতে শুধোতে কাঁদছিল।
আমি তাকে চিনি। তাঁর সামান্য হাসিতে দুলে ওঠা ভুবনে
আমি দেখেছি মৃত্তিকালগ্ন আকাশময় নক্ষত্রপুঞ্জ, তার দ্যুতি।

রাগী লোকটা

রাগী লোকটা ভালবাসাহীনতায় ভুগতে ভুগতে
পথ হারিয়ে ফেলল। থমকে দাঁড়িয়ে দেখল
সব অচেনা। এমনকি আকাশ বাতাস ধুলো বালি পর্যন্ত।
সামান্য পিঁপড়েও ভ্রূক্ষেপহীন চলে গেল।
কোথায় বাড়ি কোথায় ঘর ঘরভর্তি সুখ দুঃখ।
কিছুই তার মনে পড়ছে না। সে কি খুঁজতে বেরিয়েছিল কিছু?
কে জানে। আজ আর তার ভালবাসার কথা মনে নেই।
পাওয়া না পাওয়ার কথা মনে নেই।
এক পরম ঔদাসীন্য রাগী লোকটাকে ভর করেছে।
সে এখন কাঁদতেও জানে না। তার অশ্রুহীন চোখে
স্পষ্ট হয়ে উঠছে অন্যরকম এক আশ্চর্য জগৎ।
আমার সঙ্গে দেখা হল অথচ আমাকে চিনতেই পারল না।

লোকটা

লোকটা এখন এত একলা যে নিজের ছায়াও তার সঙ্গে নেই।
ছায়া পড়ে না কার যেন, মনে করতেই লোকটার
ছ্যাঁত করে ওঠে বুক। উদ্বেগকাতর হাওয়া আরও
চমকে দিয়ে ছেঁড়া কাগজ উড়িয়ে নিয়ে যায় বাগানে
যেখানে উস্কোখুস্কো বুনো মাথা ঝাউ
করতালি দিয়ে ওঠে। ভয় পাওয়া মানুষের মত
তার মণিহীন চোখে ভরে ওঠে অন্ধকারের ত্রাস
দিন যায়। রাত আসে। জ্যোৎস্নায় ছায়াশরীর
দুলে দুলে নাচতে থাকে। একা একলা লোকটা
দেখে নৌকো নেই মাঝি নেই শুধু ছলাৎছল জল
শুধু ছলাৎছল কালো জলের শব্দ কালো জলের শব্দ।

শৈশব

শৈশবের সেই পথ সেই সুন্দর শাদা পথ কোথায়?
এ দেশে সব লোপাট হয়ে যায়। পথ পর্যন্ত তা বলে!
কেউ জানে না কখন তার ভিটেমাটি চলে যাবে টর্নেডোয়।
ত্রাণহীন তীব্র অনুশাসনের ফাইল আর ফাইল আর ফাইল।
ধর্মাবতার, আমার গ্রাম চাই না, জমি চাই না, দেশও
শুধু সেই চৈতালির বন বাবুরপাটির আল মধুবন থেকে
হেঁটে হেঁটে ফেরার পায়ে চলা শাদা পথ এক প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থ
বাঁ চোখে জল পড়ছে এরকম এক স্নেহব্যাকুল মুখ
যতক্ষণ না মিলিয়ে যাই তাকিয়ে থাকা তাকিয়ে থাকা
তাকিয়ে থাকা দুটি সজল অনিমেষ চোখ ফিরিয়ে দেবেন।

তাদের জন্যে

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ খবরের কাগজ ছুঁতে পারতেন না।
মিথ্যে কথায় ঠাসা যে। আজ আর মিথ্যে কথা
থাকে না ঠাকুর। সব সত্যি। তবু তুমি ছুঁতে পারতে না।

এত মর্মান্তিক সব সত্যি যে মিথ্যেকেও তা হার মানায়।
তুমি বলেছিলে একবার আসবে। হাতে ভাঙা পাথরের
থালা। হুঁকো কলকে। বাউল। পথে পথে যাচ্ছ তো যাচ্ছই।
তাতে তো আমার আনন্দ। কিন্তু পোকার মত কিলবিল
করছে যারা, তাদের? জঙ্গলের সাদাসিধে মূর্খ যারা মরে যাচ্ছে
তারা? যার গ্রাম গেছে ভিটে গেছে স্নান করার দীঘিটুকু?
মুছে গেছে কোথাও কোনো নদীর তীরে ফিরে যাবার পথ?

একদিন

একদিন ওরা বলবে ঃ কী আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল
কী অনায়াস দক্ষতা ছিল শব্দের ছন্দের ছন্দোহীনতার
একদিন শামিয়ানা টাঙাবে টেবিলে ফটো ফুল
বক্তৃতা দেবে, কাদের লোক ছিল প্রমাণ করতে
ব্যস্ত হবে দল, গুলিতে নিহত ভিখারিকে
নিয়ে যেমন হয়। একদিন একটি নির্জন নদী
একটি নামহীন নদী খবরই পাবে না কিছু
তবু তার বালিতে চিকচিক করবে জল
মাঝরাতের তারার অশ্রু প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের মর্মর
একদিন সুদূর সমুদ্রতীরে থমকে দাঁড়িয়ে
এলোমেলো হয়ে যাবে একজনের কিছু স্মৃতি
একদিন অবচেতনের মণিমুক্তোয় ধুলো বালি
সূক্ষ্ম শরীরের আনাচে কানাচে লুকোনো কামনা
এঁকে দিতে থাকবে ফিরে আসার পথরেখা

মাঝরাতের গান

আর কিছু দেখতে চায় না লোকটা শুনতেও চায় না কিছু।
যেন গলা অব্দি খেয়ে তার ঘুমোবার আস্তানায়
ফিরে চলেছে ভিখিরী। গান গাইছে গুন গুন ক'রে
ভিক্ষের জন্যে নয়, তার নিজের জন্যে গান। মাঝরাতের গান।
আর কিছু কথা বলতে ইচ্ছে নেই লোকটার। একা

একলা একলা দিন কাটায় রাত কাটায়। বাইরে
কী কোলাহল। শব্দ আসে অস্পষ্ট দূরাগত গর্জনের মত।
তার মনে পড়ে না তার মনে পড়ে না পথের সুখ দুঃখ
পথের শীত গ্রীষ্ম ঝড়জল ছেঁড়া জীর্ণ পোশাক আশাক
তার মনে পড়ে না প্রারব্ধপ্রবণ আঘাত অপঘাত মৃত্যু অপমৃত্যু
আবার ফিরে আসবার ভয়ে কাঠ হয়ে থাকে যেন
সে বলতে পারে না আবার আসিব ফিরে .... সে
বলতে পারে না মরিতে চাহি না আমি .... সে আর কিছু
পেতে হাত পাতে না। মাঝরাতে গান গায়। গমগম ক'রে।
সেই গান, পারের কড়িহীন লোকের গান। ঈশ্বর শোনেন।

আমার স্নান আহ্নিক

আমার স্নান নেই আহ্নিক নেই ত্রিসন্ধ্যা নেই
চঞ্চল মন ঝড়ের পাখির মত ঘুরে বেড়ায় উড়ে বেড়ায়
শুধু মাঝে মাঝে ক্লান্ত ডানায় গিয়ে বসে একটু
আর তাকিয়ে থাকে তোমার মুখের দিকে
তোমার মুখ তো মুছে গেছে কবে। তবু কয়েকটি
রেখায় আঁকা ধূসর ঝাপসা একটি মুখ
দুটি স্নেহার্ত চোখ, বাঁ চোখের কোলে জল।
চোখ গেল চোখ গেল চোখ গেল ব'লে
ডানা ঝটপট করে উড়ে যায় কেউ। ভীতু মন
থর থর করে কেঁপে ওঠে। অবচেতনের জলে
লুকিয়ে রাখা বিশ্বাস চকমকি পাথরের মত
স্ফুলিঙ্গ ছড়াতে ছড়াতে প্রার্থনাকাতর হয়
আমার স্নান করতে ইচ্ছে ক'রে, তোমার কাছে
চুপ ক'রে ব'সে থাকতে ইচ্ছে করে রাত অব্দি

এই অবেলায়

ভুলগুলি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে ভাল লাগে।
কী যে ভুল আর কী যে ঠিক—এই বিতণ্ডায়
কতো পণ্ডশ্রম হয়েছে ওদের। ভ্রান্তিরূপা, তুমি হেসেছো।

এই আমার আনন্দ। ওই তোমার হাসি। তাই ভুলগুলি
মাঝে মাঝে আমার ধূসর বাগানে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।
আমার সমস্ত চেষ্টা বৃথা প্রমাণ করতে বেগ পেতে হয়েছে
আমার সমস্ত ঔদাসীন্য বৃথা প্রমাণ করতে কষ্ট হয়নি তোমার
সমস্ত ধর্ম মুচড়ে দেখা দিয়েছ হঠাৎ হঠাৎ
লেখা ছেড়ে দিয়ে আশ্রমে চ'লে গিয়েছি ব'লে
তিনি আমাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন
সংসার ফংসার চাকরি টাকরি জড়িয়ে ছড়িয়ে
আজ ছুটি। এখন এই অবেলায় সঙ্কল্প বিকল্প নেই।
আশ্বিনের মেঘের মত সব ভাসমান সব ভাসমান
এই কবিতাগুলিও কতো শ্রমহীন অনায়াসলব্ধ।

অগ্নিকণা ছাই

যেমন ক'রে বৃষ্টিবিহীন দাবদাহে ঝ'রে পড়ে তোমার করুণা
যেমন ক'রে আইসল্যান্ডের অগ্নুৎপাতে বন্ধ হয়ে যায় সব উড়ান
যেমন ক'রে প্রতিদিন জঙ্গলে পাহাড়ে পড়ে থাকে নিরীহ মানুষ
যেমন ক'রে ভুলে যায় হাজার হাজার তদন্ত কমিশনের ফলাফল
তেমনি কতো অনায়াস সিদ্ধ তোমার আসা এবং চলে যাওয়া
অনায়াস সিদ্ধ অথচ অত্যাগসহন। অর্বাচীনের মতো বিশ্বাসপ্রবণ
মানুষটা চিরকাল কী দুর্বোধ্য মূর্খই না র'য়ে গেল—
বলতে বলতে সন্ধ্যার পাখিগুলি উড়ে যায় তার মাথার ওপর
যেমন ক'রে পুড়ে যায় বালির চিতায় একটি নদী—
তেমনি কতো অবলীলায় ঝ'রে পড়ে তোমার হাসির অগ্নিকণা ছাই

সৌম্য

আজ সকালে হঠাৎ তোমার জন্যে বুকের ভিতরটা
মুচড়ে উঠছিল।
তোমার কষ্ট, কতো কষ্ট।
অথচ আনন্দের স্বপ্ন দেখেছিলে। সুখের স্বপ্ন দেখেছিলে।
যেমন সবাই দেখে। দোষ কী।

প্রারব্ধভার কেউ নিতে পারে না। নিজের ক্রুশ নিজেই
বহন করতে হয়।
কী ক'রে তোমাকে বোঝাবো।
তত্ত্বভার ভাল লাগে না এসময়।
দীঘার সেই অপমানময় সন্ধ্যা
এতো পীড়িত ক'রে যে—কান্না পেয়ে যায়।
কখনো নাম ধ'রে ডাকিনি—ছোট্ট বাবা
বড় হয়েছো আমি ছোট্ট হতে চলেছি—তাই তোমার
বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে পেরেছি সেদিন—
কেউ বোঝে না কাউকে বোঝে না ব'লে
করতালি দিয়ে হেসে উঠেছিল হোটেলের সামনের
ঝাউগুলো, দেখেছো?

পূর্ণেন্দু

আমার ফোন নেই ব'লে ভূমধ্যসাগরের ওপর উড়ে যেতে যেতে
পূর্ণেন্দু আমাকে চিঠি লিখেছিল। আমার ইন্টারনেট
নেই ব'লে শেষ ই-মেল পাঠিয়েছিল হিমাদ্রিকে।
কবিতার কাছাকাছি একা বইটি করেছিল সুবীর
পোদ্দারকে দিয়ে। এই বইটি পূর্ণেন্দুকে উৎসর্গ
করব বলে এত দ্রুত লিখছি। ও আর কখনো
বাঁকুড়া আসবে কি? জানি না। সৌম্য আমার
ওয়েবসাইট খুললে পূর্ণেন্দু আমার কবিতা পড়তে
পাবে। সেই সব কবিতা—যা ওর মুখস্থ নেই
যেগুলি নতুনচটি থেকে চাঁদমারীডাঙা যেতে যেতে
আবৃত্তি করেনি তখন। আমরা দুজনেই
দ্রুত বার্ধক্যের মাটিতে পা রেখেছি—আমি বাঁকুড়ায়
পূর্ণেন্দু আমেরিকায়।

সুধেন্দুদা

আপনি কোন দশকের? আমার কোনো দশক নেই।
লেখেন? না। স্বপ্ন দেখেছিলাম। ঘুম ভেঙে গেছে।
ধূস। হ্যাঁ এই যে পোস্টমডার্ন . . . গম গম ক'রে
কাঁপতে থাকে মাইক। খিঁচুড়ি ইলিশের গন্ধে ম'ম'।
কুণ্ঠিত হয়ে বেরোবার পথ খুঁজতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ি
লেক টাউনে ব'সে এখানে কী ক'রে হাত ধ'রে তুললেন সুধেন্দুদা!

ওপারে

গোধূলি উৎফুল্ল ক'রে এসেছিলে।
সন্ধ্যায় অন্ধকারে সব ঢাকা।
আমার ধ্রুবতারাটি ঠিক আছে।
আনন্দের ও পার আছে তবে!
ভাবতে ভাবতে পেরিয়ে এসেছি সাঁকো!
ওপারে প'ড়ে আছে গোধূলির
ভাঙা টুকরো ধুলো বালি মাখা ছিন্ন আলো।

কাঁসাই

বলতে বলতে তার চোখে জল গড়িয়ে পড়ল।
কী বলছিল সে? তার তো নিজের কোনো
দুঃখ টুঃখ নেই। অন্য কার দুঃখের ভার?
জানিনা। রহস্যময় জীবন—জীবনপুঞ্জ।
কত মন কত চিত্ত কত হৃদয়—কত বিচিত্র
বৃষ্টির মত স্নেহে সে ধুয়ে দিচ্ছিল সন্তাপ
ঝর্ণার মত আবেগে কাঁপছিল তার কণ্ঠ
হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল অশ্রুবাষ্পময়
দেশ কাল ছাপিয়ে এক নির্ভার নিমগ্নতায়
ডুবে যেতে যেতে আমি তার হাত ধরতে যেতেই
যাই। যাই। ব'লে পাথর থেকে পাথরে
লাফ দিয়ে চলে গেল কাঁসাই।

ছুটি

যাক, তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছো!
ক'টা বছর কী কষ্টে যে কাটল।
সেই বাহাত্তর থেকে, তারও আগের তিনবছর।
কত জনকে ফিরিয়ে দিয়েছি।
ঝাউগাছকে শিখিয়ে গিয়েছি কেউ এলে বলিস
বাড়ি নেই।
জাতিধর্মনির্বিশেষে তিনি যখন
বিলিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁর ঐশ্বর্য
আমি তখন তোমার মুখের রেখা টেনে টেনে
মকবুল
হাপরের মত বুকের পাঁজর নিংড়ে নিংড়ে
আকবর।
কিছুই হয়নি।
মনস্থির করেই
চ'লে গিয়েছি দ্বারকায়। মনস্থির ক'রেই
ভুলে গিয়েছি স্বর্ণাক্ষরে লেখা তারিখ
দাহচিহ্ন জড়ুল অধরোষ্ঠের তিল
বুকভর্তি বিষাদ
যাক। আজ আমার ছুটি। তুমি
ছুটি দিয়ে দিয়েছো।

প্রতিমা মানুষী

আয় আয় আয় আয় ডাক ওঠে প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের মর্মরে মর্মরে
আয় আয় আয় আয় ডেকে চলে বালির চিতায় শুয়ে থাকা নদী
আয় আয় ডাকে সরু শীর্ণ শাদা পথরেখার হাড়ের অঞ্জলি
অপবৃক্ষশাখায় ব'সে থাকা পেঁচাও হায় হায় ক'রে ওঠে
কিন্তু কে যাবে? কে যায়? শুধু হাওয়ায় শুধু মর্মরে শুধু কল্লোলে
ডাক উঠতে থাকে। তবু যেতেও হয়। সংসারের লতাতন্তুজাল ছিঁড়ে
যেতে হয়। মুঠোতে শক্ত ক'রে আঁকড়ে ধরা থাকে শুকনো পাতা ঘাস
কলিতে কি দৈববাণী হয়। যদি হয়, বুঝতে হবে কলি শেষ হয়েছে।

ঠাকুরের আবির্ভাব লগ্ন থেকে সত্য। তাই সোনার অক্ষরে এত মন্ত্র
তাই কম্বুকণ্ঠে অমোঘ নির্দেশ ঃ লাভ এ্যান্ড পিস লাভ এ্যান্ড পিস লাভ এ্যান্ড পিস
গো এ্যান্ড গিভ গো এ্যান্ড গিভ গো এ্যান্ড গিভ
টু অল টু অল টু অল।

ফোন বাজে

তোমার ফোন বেজে যায় বেজেই যায়
এই রকমই হয় পৃথিবী
কেউ কারও জন্যে অপেক্ষা করে না
সাতই চৈত্রের চিতা বুক খুলে তুলে নেয় সব
পাঠশালায় যাবার পথে কেউ
দাঁড়িয়ে থাকে না আর
ঘণ্টা বাজে
ছুটির ঘণ্টা বাজতেই থাকে
গোল্ডেন সী বিচ
তিরুচিরাপল্লী অনেক দূর
আজ তো বি এস এন এলের ধর্মঘট
ফোন বাজার কথা না
তবু বাজে, বেজেই যায়
আমার নম্বর ওঠে না বোধহয়
আমার নম্বরই ওঠে না!

হওয়া না হওয়া

কী হল আর কী হল না এ নিয়ে ওরা মশগুল
তখনই চুপি চুপি তোমার কাছে এসে বসি
দেখি যা কিছু হারানো জিনিস সব প'ড়ে রয়েছে
যা কিছু না পাওয়া জিনিস এখানে ওখানে ঠাসাঠাসি
দেখেও কেমন নিষ্পৃহ। যেন সেই গরিব নদী
সমুদ্রে এসে পড়েছে কখন। এই তার গতি।
কতো কিছু ফেলে চ'লে এসেছে। তা শূন্য কি পূর্ণ কে জানে
তবে আনন্দ আর আনন্দ আর আনন্দলহরীর বিরাম নেই।

মুহূর্ত

যা কিছু নিমগ্ন যা কিছু অভিযোজিত নিচু গলায়
তারা কথা বলে। যেমন মৃত্যু। যেমন প্রেম। যেমন
আনন্দ। অনন্তের মধ্যে মুক্তিই জীবনের বন্ধন মোচন।
নির্জন প্রহর যাপনের বিন্দু বিন্দু বেদনা
নীরব প্রত্যাখ্যানের বিন্দু বিন্দু বিরহ
নিঃস্ব প্রত্যাবর্তনের বিন্দু বিন্দু স্তব্ধতা
কে যেন না আসার আশায় জানিয়ে যায় সব
মৌন কবিতা মুখর হতে চেয়ে নিজেই নিজের
তর্জনি রাখে ওষ্ঠপুটে ঃ বলে ভালবাসি ভালবাসি

নিরাবরণ, ক্রন্দসী

বলো তুমিই কি সেই বৃষ্টিপ্রবণ বেলায় চোখ তুলে
ধুয়ে দিয়েছিলে আমার কান্না? তুমিই কি
সেই নিরর্থকতার নির্জন মুহূর্তে এসে
সাকার বিগ্রহ হয়ে কথা বলেছিলে,
তুমিই চ'লে গিয়েছিলে প্রতিক্রিয়াহীন
অবশ্যম্ভাবী অমোঘ সেই প্রাচীন পথরেখায়?
উৎসবের শেষে কোলাহলের তলায়
জয় পরাজয়ের শিবিরের অনেক ঊর্ধে
এই হওয়া না হওয়া থাকা না থাকা পাওয়া
না পাওয়ার কানাকানি বিদীর্ণ করে বেজে ওঠে
কী অপরূপ তোমার ভালবাসা কী অসম্ভব
তোমার দুঃসহ নিরাবরণ আনন্দ, নিরতিশয় কান্না।

অনন্ত মুখরতায়

ধ'রে রাখতে পারিনি। আলোতে ছায়াতে মিলিয়ে গিয়েছো।
এঁকে রাখতে পারিনি। আসা না আসার মাঝখানে স্থির।
লিখতে না লিখতেই প্রণীত হয়ে রয়েছো মেঘের সংকলনে।

এই রকম। এই রকমই নির্ভয়ে বিনতিতে ব্যগ্রতায় চোখ তুলে
দেখিয়েছো পর্যাপ্ত প্রার্থনা অপর্যাকুল প্রপন্নার্তি।
ধ'রে রাখতে পারিনি। এঁকে রাখতে পারিনি। লিখে রাখতে পারিনি।
তবু স্পর্শাতীত স্পর্শে কত ওতপ্রোত, অনন্ত মুখরতায় কী স্তব্ধ!

অবধারিত নিরপেক্ষতায়

মৃত্যুস্পর্শ লেগে আছে, এমনকি নবজাতকটিরও ওষ্ঠে।
যা ছিল যা নেই যা আছে যা থাকবে না
তার নাম? তার নাম? ব'লে
উঠে দাঁড়াল একটি বিরহী।
জগৎ কিছু হারায় কি?
দু'টি প্রশ্নের পারিজাত হাতে নিয়ে মঞ্চ থেকে
নেমে পড়লেন দার্শনিক। নেমে সোজা
কিশোরী নদীটির জলে ভাসিয়ে দিলেন।
অমনি অবধারিত নিরপেক্ষতায় হেসে উঠলেন ধর্ম।

হেডলাইন, বাঁকুড়া

বাঁকুড়া একদিন কুষ্ঠের জন্যে ব্যবহৃত হত
আজ হেডলাইন জঙ্গলমহলের জন্যে
আবার বাংলা বিকানীরের তাপমাত্রার কাব্যে
ছেচল্লিশ পয়েন্ট ফাইভ নিয়ে হেডলাইনে
কলকাতার দু'জন বুদ্ধিজীবীর একজন
বাঁকুড়ায় সব বাড়িই মাটির কিনা জানতে চেয়েছিল
আমার এক বড় মাপের কর্তাব্যক্তি বন্ধু
শালপাতায় মোড়া খাবার ছুঁয়ে দেখল না
(শালপাতা নাকি কুষ্ঠ রোগীরা তুলে আনে)
মস্ত এক কর্তাব্যক্তি কবি উপমা দিয়েছেন
বাঁকুড়ার মানুষের মতো মুখ
বাঁকুড়ার কবি
চিহ্নিত ক'রে প্রত্যাখ্যানের জল ঘোলা হয় না গঙ্গায়

গরিব গর্বিত নদীটি সুষুপ্তির তীরে হেসে ওঠে
ময়দানে না হোক বাঁকুড়া মেলা কিন্তু করা চাই
বলে সংহতিপ্রবণ একদল লোক

অজ্ঞতা বিষয়ক

নিজের অজ্ঞতা সম্বন্ধে অজ্ঞতার মত একটা হাসি
গমকে গমকে কেঁপে উঠছিল। সভায় পরস্পর
মুখ চাওয়াচাওয়ি ক'রে অসাড় চিত্তে বসে ছিল
আনুগত্যে বেজে যাওয়া সমর্থকেরা। আজ আবার
দান্তেওয়াড়ে হেডলাইন। কাল গেছে আইপিএল।
কোথা থেকে ভেসে আসছে বাবলা ফুলের গন্ধ
শাপলা শালুকের হাসি পুরনো সরোবরের দুঃখ।
কেঁপে কেঁপে উঠছে মাইক্রোফোন কাঁধ স্ক্যাগ ক'রে
সুসমাচার দিচ্ছেন মি লর্ড। নিজের অজ্ঞতা
সম্বন্ধে অজ্ঞতা নিয়ে নির্জন পথে বাড়ি ফিরতে থাকি।

অপ্ররোচিত

ব'লেছিলাম। আজ বলছি না।
স'রে স'রে যাচ্ছে সংসার জগৎ।
বদলে বদলে যাচ্ছে পোশাক
মুখের ভাষা সৌজন্যমূলক হাসি।
ব'লেছিলাম। আজ বলছি না।
সেই নপুংসকতায় প্রাত্যহিক
ক্ষয়াটে খর্বুটে এক ছন্নছাড়া।
শূন্যতা না পূর্ণতা প্রমাণ করতে
হিমশিম খাচ্ছে ভিক্ষু তথাগত।
বলেছিলাম। আজ বলছি না।

মক্কো

এগুলি সব মক্কো।
আসলে এই ভাবে, এই ভাবে
দু'এক টুকরো সংলাপ অনেকটাই অনুক্ত
মুখের সামান্য একটু বাকিটা চালচিত্র
এই ভাবেই যদি একদিন হঠাৎ ব'লে বসে
চলুন, আপনার সঙ্গে
হাঁটা যাক
যদি বলে
আসুন ওই সিসুতলায় একটু দাঁড়াই
যদি
এই ভাবে এই ভাবেই একদিন
লেখা হয়ে যায়
নূপুরের মত বেজে ওঠে অনিবার্য এবং অমোঘ সেই শব্দ
তাই
এগুলি সব মক্কো।
পেন্সিল রেখায় আঁকা
ঝাপসা ভীরু স্কেচ।

তবুও দু'প্রান্তে

কয়েকটি ভাঙাচোরা ইঁট দু-একটি পাতাবাহার
এক চিলতে রোদ্দুর এক মুঠো ছায়া
কারিপাতায় পাখি
তাতেও চিড় ধ'রতে হয়?
সস্তার জল রঙ
কম দামী কাগজ তোবড়ানো তুলির কারুকার্য
কাকতাড়ুয়ার মত সারাদিন
তাতেও চিড় ধ'রতে হয়?
কী সাদাসিধে এক ফালি দাওয়া
ছেঁড়া মাদুর উঠোন লাউমাচা তুলসীমঞ্চ
গরিব শীর্ণ নদী

তাতেও চিড় ধ'রতে হয়?
নিরভিমানের জলরেখা নিরপেক্ষতার নিমগ্নতা
নিরঞ্জন বাউল
পথের শুরু নেই পথের শেষ নেই
তবুও দু'প্রান্তে তুমি!

একটি কবিতা

আমি ছাপিনি। কবিতার খাতার মধ্যে
রেখে দিয়েছি। ভুলেই গিয়েছি। সেদিন
চোখে পড়ল।
আমাকে নিয়ে লিখেছিলে!
এখন কেমন আছ?
মাঝে মাঝে খুব মন কেমন করে।
বহুদিন অসুস্থ। আর লেখা নেই।
আর সেই মায়াবী শব্দের জাদু নেই।
বহুদিন কলম ধরোনি।
অনেক কথা অনেক ছবি টুকরো টুকরো দৃশ্য।
সবাই সব পায়না।
আমার হালিশহর যেতে ইচ্ছে করে খুব
আর একবার একটিবার মাথা নিচু করে দাঁড়াতে
সেই উনিশ শ' তেষট্টির মত।

নির্দিষ্ট

সবই কি নির্দিষ্ট থাকে?
এই যে কোথা থেকে
কোথায় যেতে যেতে
এই তেপান্তর পড়ল
বাড়ি নেই ঘর নেই পথরেখা নেই পথতরুহীন
শুধু পাথর আর কাঁকর নিস্তৃণ
নির্দিষ্ট ছিল?

কত বিচিত্র পরিণতি
কত বিচিত্র সমাপ্তি।
সম্রাট পথের ধুলোয় ব'সে ভিক্ষে চাইছেন
একদা ভিক্ষুক গণনেতা মোহর ছুঁড়ে দিচ্ছেন তাঁর বাটিতে।
সামান্য একটু উঠোন মাটির দাওয়া খড়ের চালে জ্যোৎস্না
ধুয়ে মুছে সাফ।
সবই কি নির্দিষ্ট থাকে?
এই যে সারারাত পাতা ঝ'রে যায়
এই যে সারারাত পাতা ঝ'রে যায়
এই যে সারারাত
সব?

শব্দ

বড় অভাব বড় টানাটানি চলছে আজকাল।
যাকেই বাজাতে চাই বাজে না। যা কিছুতে হাত রাখি
বড় মলিন কৃশ বহু ব্যবহৃত। অথচ
তোমার মুখের জন্যে সামান্য কয়েকটি চেয়েছিলাম
তোমার চোখের জন্যে দু-একটি খুঁটে খুঁটে
খুঁজেছিলাম
আসলে বাজাবার হাত
বাজাবার হাত কই?
সব আছে
বিবিধ রতন
বাজাবার হাত নেই।
তাই এই মাঝরাতের আকাশের দিকে চেয়ে আছি
তোমার লেখা পড়ছি নক্ষত্রে নক্ষত্রে
তোমার লেখা পড়ছি অন্ধকার সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে
ধূ ধূ মরুলোকের নিঃসঙ্গ উটের পদচিহ্নে পদচিহ্নে
সূর্যকরোজ্জ্বল প্রভাতের কাঞ্চনজঙ্ঘার মৌনে
ভিখিরিণী মায়ের বলিরেখার দেবভাষায়
তোমার লেখা পড়তে পড়তে
কীটের ব্রহ্মকে বলি
নমস্তুতে।

বাল্মীকী

কোনো মানে নেই। তবু প্রতিটি পংক্তি যেন
আশ্চর্য মায়াজাল। কোনো অর্থ বুঝতে পারি না
তবু প্রতিটি শব্দ যেন অমোঘ।
জলের ভিতরে এত
নিঃশ্বাস নেওয়া যায়? আগুনের ভিতরে এত
অনায়াস অনুপ্রবেশ? সমস্ত বধিরতা মুচড়ে
এত গান?
কোনো মানে নেই কোনো মানে নেই
বলতে বলতে গোমতীর জলে তাকে ভেসে যেতে দেখেছি।
এই সব। এই সব ঘটে। ঘ'টে যেতে থাকে।
আর সহস্র রূপ সহস্র গন্ধ সহস্র স্পর্শ
বিবশ ক'রে তোলে চেতনা
সত্যবাক কবি সরস্বতীর জলে স্নান আহ্নিক করেন
চোখে চোখ পড়ে
আলোকিত হয়ে উঠি
আলোকিত হয়ে উঠি
আলোকিত হয়ে উঠি

যে কোনো ভাবে

যেকোনো ভাবেই বলা যায়। কিন্তু ব্যাপার হল
কী ভাবে?
জল পড়ে পাতা নড়ে
কত ভাবে যে দুলিয়ে দিয়ে যায় আজও!
চমকহীন গমকহীন আটপৌরে
গরিব সেই নদীটির কথা!
লুপ্ত হয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ মুছে যাওয়া
সেই জীর্ণ গ্রাম!
পথের শহরের সেই পাইপগানের মত গলি!
কত ভাবে যে বৃষ্টি রেখায় আঁকা যায়
জলভারানত মেঘমুখ!

সেই গোমতী?
কত ভাবে বাজানো যায়
তার অন্ধকার জলের স্বরলিপি!

অমলতাস

নতুনচটি থেকে মাচানতলার পথে যেতে যেতে
এল আই সি অফিসের সামনে
কানায় কানায় হলুদে উপচে পড়ে
অমলতাস।
ড. সামন্ত তর্ক ক'রে ব'লেছিলেন, না, ওর নাম
অমলতাস নয়।
আমি হতবাক। নামটা আমাকে হিমাদ্রি ব'লেছিল
যে অন্তত না জেনে কিছু বলবে না।
একটি কবিতার নামও দিয়েছিলাম অমলতাস।
অনেকদিন কেটে গেছে। হঠাৎ একটা পোস্টকার্ড।
সামন্তবাবু লিখেছেন, ওঁর ভুল হয়েছিল, নামটা ঠিক।
সারা উঠোন হলুদে হলুদে ছেয়ে যাওয়া
লতাটার নাম
মর্নিং গ্লোরি
হিমাদ্রির কাছেই শেখা
এই নামে একটাও কবিতা লেখা হয়নি এখনো।
লিখিয়ে নেবার অনুরোধে প্রতিটি সকাল
ও পুষ্পে পল্লবে কী বিনম্র।
রবিদা আর কোনোদিন তর্ক করতে, হেরে গিয়ে সম্মান জানাতে
চিঠি লিখবেন না।
ওঁর প্রয়াণসভায় ওঁকে নিয়ে লেখা যে কবিতাটি পাঠ ক'রেছিলাম
সংকলনে তা না দিয়ে এটিই দিলাম
কেননা এখন অমলতাসে হলুদের
হলুদের আর হলুদের
হাজার হাজার মালা।

পরিহাসপ্রিয়

ঠাকুরের একশ' পঁচাত্তরের জন্মবার্ষিকী সংখ্যা উদ্বোধনে
তাঁকে নিয়ে লেখা একটি কবিতা পাঠিয়েছিলাম।
সংখ্যাটি এক দেড় মাস আগেই বেরিয়েছে।
লেখকের সৌজন্য সংখ্যা তখনো পাইনি ব'লে ধ'রে নিয়েছিলাম
ছাপা হয়নি।
সংখ্যাটি কিনে দেখি সূচিতে নাম।
উৎফুল্ল হয়ে উঠি।
খুলে দেখি যেটি পাঠিয়েছিলাম সেটি নয়, অন্য কবিতা।
যেটি পাঠিয়েছিলাম তা খুব সিরিয়াস
যেটি ছাপা হয়েছে তা মজার
ঠাকুর যে কত পরিহাসপ্রিয় আজ আর একবার দেখলাম।

কবিতা

কখন যে মেঘ জমে বাতাস স্থির হয় জলভারানত আকাশ
নিচু হয়ে নেমে আসে মাটিতে বৃষ্টিসম্ভব সকাল
পেরিয়ে দুপুর পেরিয়ে বিকেলে বৃষ্টি নামে
ফোঁটা ফোঁটা
ধুলোয় বালিতে শুষ্ক মাটিতে শুষে নেয় বিন্দুগুলি
একসময় গড়ায় গড়িয়ে পড়ে গাছে পাতায় ঘাসে ঘাসে
মাটিতে প্রান্তরে
জলের রেখা সরু থেকে চওড়া হয়
বালির চিতা থেকে উঠে বসে শীর্ণ নদী
দুপায়ে বাঁধে নূপুর ঝমঝম ক'রে বাজতে থাকে
উপলব্যথিত জলধারায় মুগ্ধ হয়ে স্নান করে দেবকন্যা
কবি দেখে আজন্ম তীরবর্তী কবি
দু'চোখ ভ'রে পান করে
রূপং রূপং প্রতিরূপং
শব্দের অন্ধকারে অনির্বচনীয়ের আভাসে
তার কান্না থামে না
অশ্রুসিক্ত সজল আনন্দ বুকের ভিতরে গোপনে
টইটম্বুর হয়ে ওঠে কখন

একটু পরেই

একটু পরেই দুপুর আসবে। সে এখন আর
নূপুর পরে না। দেবদারু নেই গন্ধরাজ নেই
রাধাচূড়াও। সেই সব জানলা দরজা নেই
দূরের নীলাভ পাহাড় নেই। ঘণ্টা বাজে না
পাতা ঝরে না কারও পায়ের শব্দ হয় না।
শুধু হাওয়া শুধু হাওয়া শুধু হুহু হাওয়া।
একটু পরেই দুপুর আসবে তার গন্ধ নিয়ে
তার আসার তার চ'লে যাওয়ার ছন্দ নিয়ে
তার কথা বলার না বলার কারুকলা নিয়ে
গান্ধাররীতিতে তার গ্রীবা ও ভ্রূপল্লবের আঙ্গিক নিয়ে
একটু পরেই সহজিয়া সহমর্মিতায় ঝ'রে পড়বে
কিন্নরীকণ্ঠের সেই প্রণতিমুদ্রা প্রপন্ন পারিজাত।

নন্দিত ছায়াশরীর

কুয়োর তল দেখা যায় না মণিহীন কোটরের মত ডোবা পুকুর
ওষধি নেই, শুকিয়ে খড়, নেতিয়ে গেছে হলদে সব পাতা
নিরুদ্ভিদ প্রান্তরে রোদ্দুরের তরঙ্গ মরীচিকার মত কাঁপছে
স্তব্ধ জনপদ শুনশান পথঘাট কোথাও ছায়া নেই এতটুকু
সারি সারি তাল আর খেজুর কাঁটায় ভরা বাবলাবন
তার ভেতর নন্দিত একটি ছায়াশরীর খিদে তেষ্টায় টলমল
তার ভেতর নন্দিত একটি ছায়াশরীর আণবিক জঙ্গলমহলে
ভয়ঙ্কর এই দুপুরের অন্ধকারে দোভাষীর কাজে কী ব্যগ্র!
আর ভারতবর্ষ? আই পি এল-এ তুমুল দুন্দুভি বাজিয়ে চলেছে!

লু'র কবিতা

যাই বলো ব্যাপারটায় কোনো কবিত্ব নেই।
এত গ্রীষ্মে এত লুতে কেউ
বাধ্যতামূলক চিঠি লিখতে পারে?

তাও আবার এ যুগে?
এইসব অবিমৃশ্যকারীতার দুপুর
এইসব আনুগত্যহীনতার বিকেল
হাতে নিয়ে ব'সে থাকা যায়?
কি হবে সিসুটির ছায়ায় যদি
কেউ ফেলে যায় তার পরিচয়
বা পরিচয়হীনতা।
যন্তো সব। গাল ফুলিয়ে বর্ণচোরা গিরগিটিটা
কাঁধ স্ন্যাগ করে তাকিয়ে থাকে
যাই বলো ব্যাপারটায় কোনো কবিত্ব নেই ব'লে
বইতে থাকে প্রবাদপ্রতিম লু।

মোবাইল

আমরা কথা বলবো। অর্থহীন এলোমেলো কথা।
তোমার বাস আসবে। ভিড়। কোলাহল। কন্ডাক্টর
হর্ন ধাতব চিৎকার। বাস থেকে নেমে হেঁটে যাবে।
কথারা থেমে থাকবে না। অনর্গল ফুটে উঠবে
পাপড়ি মেলতে মেলতে। আমি ঘরে।
বিকেলের ম্লান আলো ছড়িয়ে থাকবে কার্ণিশে
গাছে পাতায়। ছায়ায় পাখিটা শিস দেবে।
কানাকানি করবে হাওয়া। জানলার পর্দা।
আমরা কথা বলবো। অর্থহীন এলোমেলো কথা।

হাজার কিলোমিটারের ব্যবধান মুছে গিয়ে
ফুলগুলি পাপড়ি মেলবে বৃষ্টি হয়ে ধুয়ে যাবে
আমাদের ধুলোবালি।

বল্মীক

কতো দিন নাম ধ'রে ধ'রে ডেকে আসছি।
আজ কলিংবেলের আওয়াজে
দৌড়ে গিয়ে দেখি তুমি!

শুধু তুমি! তোমার কী নাম কোথায় থাকো
কোথায় যেতে যেতে এসে পড়েছো
কিছুই জানি না।
আমি আহ্লাদে প্রায় কুঁকড়ে গিয়ে
তোমাকে হাত ধ'রে এনে বসাই
মুছিয়ে দিই ঘেমে যাওয়া মুখ
হাওয়া ক'রতে ক'রতে
বার বার বলি, খুব কষ্ট হয়েছে না?
তুমি শুধু হাসো। সর্বাঙ্গে হাসো। আমি
কি কখনো হাসি দেখিনি।
আহীরপল্লীর মেয়ে
আমি কি বল্মীকের স্তূপ, যে
চোখের মেঘে বৃষ্টিতে বজ্রে বিদ্যুতে গলিয়ে দিচ্ছ মাটি
মাটির তৃষ্ণা!

হেসে উঠলেন

নির্জন হতে হতে সব লুপ্ত হয়ে গেছে
নাম রূপ উপাধিও
এখন কেউ কখনও দেখলেও
চিনতে পারে না
মস্ত সুবিধে
যে প্রবাসে রয়েছি
হাট বাজার করি ট্যাক্স বিল দিতে যাই
কেউ চিনতে পারে না।
কুড়িয়ে বাড়িয়ে
এগারো সংখ্যক বইটিও বেরিয়ে গেল
দশটির মতোই অনুষ্ঠানহীন

তোমার কবিতা
অনুষ্ঠানের অতীত ব'লে
হেসে উঠলেন
ঋষির মত
বাগানের ঝাউ।

পোস্টমডার্ন কবিসভা

আমরা যারা বুড়ো হয়েছি
তাদের জন্যে আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়নি
একথা একটি চামচে ছাপা হয়েছিল দেখেছি
চাবুক অবশ্য হিস হিস করে বলেছিল
প্রবেশ অবাধ
তুষার রায়ের সঙ্গে টিকিটহীন যেমন
পিছনের ফাঁকফোঁকরে ঢুকে পড়েছিলাম
মার্কাসস্কোয়ারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনে
তেমনি আর এক বুড়োর সঙ্গে
এখানেও
অন্ধকারে পিছনে দাঁড়িয়ে দেখলাম
একটি ঘটি টং টং করছে
একটি উলের কাঁটা চুল দুলিয়ে কাকে কী বলল
একজন করোটি চা খেতে খেতে
খিস্তি করছে কাউকে
একটি অমোঘ কনটেনার রাখা আছে টেবিলে
মাধ্যাকর্ষণ ভেঙে সেটি ভাসছে মাঝে মাঝে
যেন ইথারে সাঁতার কাটছে
শব্দের ম্যাজিক শুনতে শুনতে
দেখতে দেখতেও
যখন প্রায় অর্ধঅচেতন
স্বর অক্ষর মাত্রা কোনো বৃত্তই নয়
কেপমারিদের একজন অদ্ভুত দয়ায় আমাদের
এক্সিট দেখিয়ে দিল

আজ রবিবার

আজ তা'হলে টিভিতে আই পি এল নানুরের
ভস্মিভূত বাড়িঘর জঙ্গলমহলের যৌথবাহিনীর কুচকাওয়াজ—
আজ রবিবার। আজ আর কেউ বাসের জন্যে ব'সে থাকবে না

আজ আর কেউ মোবাইলের ওপ্রান্তে মগ্ন হবে না অতীন্দ্রিয়তায়
এ প্রান্তের বিকেলের পূর্ণকুম্ভ হরিহর ছত্রের মেলায় উপুড়—
আজ রবিবার। ছন্দের জন্যে ভাবতে হয়না ব'লে এই রকম
এলোপাথাড়ি লাইন ঊর্মিবৃক্ষের উপমা প্রতিমানুষীর প্রয়োগ
কোনো বৃত্ত নেই ব'লে মেধাবী সমীকরণ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়।
আজ রবিবার। কোথায় সমুদ্র তীরে আহীরপল্লির মেয়ে
অপ্রতিম আনুগত্যে অস্থির আঙুলে গ্রীষ্মের মল্লার
আকুল উৎসের কাছে ফেরার ব্যাকুলতাবিদীর্ণ এপ্রিল
আজ রবিবার। আজ এই রকমই কবিতা। আজ ছুটি।

পদ্ম

কত কথা হল কত কথা হয় কত কথা হবে
তবু সেই কথাটি বলা হলো না কারও—
যে কথাটির জন্যে এত আয়োজন
এত তিল তিল আরোহ অবরোহ
এত স্বল্পাহার অনুশাসিত অনুগমন
লাজহোম
এত অপেক্ষা এত জ্যোৎস্নার সমাহার অন্ধকারের
সমীকরণ
এত শ্রম স্বেদ ধূসর পাণ্ডুলিপি
কেউ বলতে পারলাম না
কেউ কাউকে দেখাতে পারলাম না
আমাদের ভালবাসার মৃণালে কখন
মুক্তিমুখী দুটি পদ্ম
গভীর গোপনে বিকশিত হয়েছে
অনন্তকথার সরোবরে অনন্ত কথার স্বীকৃত তমসায়

দেওঘর

এইখানে দেবীর হৃদয় প'ড়েছিল
এই সেই দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের একটি
এই সেই—

সেই প্রবৃদ্ধ সন্ন্যাসী ব'লে চলেছিলেন
ভাঙা ভাঙা বাঙলায়
সামনে শিবগঙ্গার বুকে জ্যোৎস্নার কী বিপুল সমাহার
আমাদের শরীর—হৃদয় থেকে টলমল করে উঠছিল
আমাদের শরীর
শরীরের মধ্যে রক্তস্রোতে কী কলধ্বনি
কী অশান্ত মর্মর কী নিবিড় যন্ত্রণার দিব্যদীপ
আমরা হৃদয় নিংড়ে
দুজনেই অনুভব করছিলাম
দেবীদাহ
পাথুরে পথে ঘোড়ার খুরের শব্দ
চাবুকের হিস
সাপ যৌনগন্ধ নগ্ন আমন্ত্রণ দেবীপীঠ লতাগুল্মে ঢাকা পথ
আমাদের শরীরের অন্তর্গত মন্ত্র ওঁকামরূপায় কামকেলি কলাত্মনে
হোটেলে ফিরে শুধু পূজা শুধু হোম শুধু পূর্ণাহুতি . . .

ভোর

অচৈতন্য আমাকে তুলে এনেছো।
শুশ্রূষার রাত ভোর হয়ে আসছে।
কোথায় যাব? জানি না। পথে পথেই
কেটেছে।
ভোর হয়ে আসছে।
স্পষ্ট হচ্ছে পথরেখা।
তুমি ঝুঁকে আমার মুখের দিকে
তাকিয়ে আছ!
আমি কি তোমাকে চিনি? তুমি কি কখনো
দেখেছো আমাকে।
স্নিগ্ধ বাতাস মায়ের মত
অশ্রুবিন্দুর মতো শিশির
বন্ধুর মতো ফুলের গন্ধ
ভোর।
আমি কি তোমাকে চিনি? অথবা তুমি আমাকে?
জানি না। জানি না।
ব'লতে ব'লতে উড়ে গেল একটা পাখি।

লালমাটি এক্সপ্রেস

সেদিন পুরুলিয়া যেতে যেতে
ট্রেন থেকে দেখলাম ঝাড়গ্রাম
ঘাটশিলা ধলভূমগড়
পাহাড়ি পথ জঙ্গলাকীর্ণ
চৈত্রের পলাশে লাল হয়ে ওঠা বনভূমি
আদিবাসী গ্রাম আদুল পুকুর নিস্তৃণ রুক্ষ জমি
এক একটি শিমুল গাছে কত যে মৌচাক
দেখলাম দেহাতী মানুষ লুর ভিতর
বোঝা মাথায় প্রায় নগ্ন কিশোর
টাটা নগর
ময়ূরপঙ্খী নাও বাণিজ্যতরী
জঙ্গলমহলের ভিতর দিয়ে ট্রেন
আণবিক পাতায় পাতায় লুর তাপ
এসি চেয়ার কার থেকে কী উপভোগই না করা গেছে
সকাল থেকে বিকেল তিনটে অব্দি।

কবিতা

বৃষ্টিরেখা গন্ধরেখা শব্দরেখা অসংখ্য সব রেখাচিত্র
তোমার মুখ কাটাকুটি করে
আমি দেখতে পাই না তোমার চোখ কপোল ওষ্ঠাধর চিবুক
রেখাচিত্রের জটিল অন্ধকারে
খুঁজে পাই না তোমার বাহুবল্লরী
মরালীগ্রীবা স্তনযুগ্ম
অচেনা অদ্ভুত চিত্রকল্প গল্পের দৈত্যের মত গিলতে আসে
পিছিয়ে পড়তে পড়তে পিছিয়ে পড়তে পড়তে
তোমার দরজায় এসে পৌঁছোই
বিধ্বস্ত আমাকে দুটি কোমলকরস্পর্শ শুশ্রূষা দেয়
জ্ঞান ফিরলে দেখি
শারদীয়া পূর্ণিমার চাঁদের মত
তোমার মুখখানি
আমার দিকে নত হয়ে আছে

দীঘা

সাতাশ বছর পরে তোমাকে দেখলাম
ঝাপসা হয়ে গিয়েছিল তোমার মুখ উন্মুখর উচ্ছ্বাস
ঝাউবনের পেন্সিল স্কেচ বালিয়াড়ির জলছবি
সারি সারি হোটেল পর্যটন দপ্তর হলিডে হোম।
সাতাশ বছরের মধ্যে তুমি তোমার মতই আছ।
বদলে গেছে তোমাকে ঘিরে থাকা
বাণিজ্য মেলা।
হোটেল সি কোস্টের কাচের জানালায় দুদিন
সারা দুপুর
সজল সৈকতে সারাবিকেল
অন্ধকার বেলাভূমিতে সর্পিল সন্ধ্যা
আর অপরূপ ভোর
ভোরের মত এইটুকু মিষ্টির হাত ধ'রে
হেঁটে যাওয়া—
আমাদের ঢেকে রাখা অকূল অফুরন্ত আকাশ।

প্রাণ

তুমি জানো না তুমি জানো না তুমি জানো না
কত যে ক্ষয় কত যে ক্ষতি
কত যে আঘাত কত অপঘাত
কত ফসিল রাস্তার পাথর
ধুয়ে মুছে গেছে তোমার স্পর্শে
ছোট্ট জীবনপাত্র উপচে পড়েছে তোমার মাধুরীতে
স্বর্ণরেণুতে ভ'রেছে ধুলো বালি
কী পরিপ্লাবিত জ্যোৎস্নায় ভেসে গেছে আমার
তটরেখা
সুবর্ণকলস সোনার নৌকো মোহর আর রত্নহারে
চোখ ঝলসে গিয়েছে আমার
কিন্তু ঐশ্বর্য যে ইচ্ছের অনভিঘাত!
তাও কি দিয়েছ ভিতরে ভিতরে?

আমার সেই গ্রাম খড়ের চাল চিলতে উঠোন
পিতামহর শ্লোক শ্লোকোত্তরা নদী
দুরত্যয়া মায়া?
আমার যা কিছু গোপন যা কিছু মুঠোতে লুকোনো
পাঁজরের তলে আড়াল করা
তা থেকে ত্রাণ করো এবার

আগ্নেয়গিরির দেশে

অষ্টাদশ শতকের কথা। সতের শ' বিরাশির জুন।
আইসল্যান্ডের 'লাকির' জ্বালামুখ খুলে গিয়েছিল।
আট মাস ধ'রে ছাই মেঘে আচ্ছন্ন ছিল ইউরোপের আকাশ মাটি।
বারো কোটি টন সালফার অক্সাইড
আশি লক্ষ টন হাইড্রোজেন ক্লোরাইড মিশে গিয়েছিল
ইউরোপের বাতাসে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ছ'বছর ধসিয়ে দিয়েছিল সব।
ভেঙে পড়ল বাস্তিল।
দু'শ সাতাশ বছর পর সেই দৃশ্য।
সেই আইসল্যান্ড। জ্বালামুখ 'এইয়াফ্যাতলাইয়োকুট'।
প্রতিদিন তের কোটি পাউন্ড ক্ষতি বিমান সংস্থাগুলির।
আকাশে ছাইমেঘ। মাটিতেও।
আইসল্যান্ডের রাজধানী রিকিয়াভিক।
বাসিন্দারা মাঝে মাঝে মজা করে লাভা উদগিরণ দেখছে।
ছাইমেঘ আগুন নিয়ে কবিতাও লিখছে কেউ কেউ।
কিন্তু কোন দুর্গের পতন হবে এবার!

কবিমনোভূমিতে

বারো বছর ধ'রে গড়া মেঘপ্রাসাদ এভাবে ভেঙে দিও না
কতো সূক্ষ্ম কারুকার্যে মন্ডিত এর প্রতিটি কণা
কতো শ্রম স্বেদে রচিত এর কাব্যোপম স্থাপত্য
এ তো রাজরাজেশ্বরী মঠ

কালের নিয়মে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে হয়তো
তবু, অযোধ্যা তো কবি মনোভূমিতে শাশ্বত।
বারো বছর ধ'রে গ'ড়ে তোলা দুর্গ
এভাবে আক্রমণ করো না
আমি কি প্রতিহত করতে পারি
কালের নিয়মে একদিন শ্যাওলা পড়বে
লোনা ধরবে হা হা করবে ভাঙা মিনার
ভ্রমণসূচির অন্তর্গত হবে সব
তবু কবিমনোভূমিতে একে অক্ষয় করো
অনিকেত করো

স্বীকারোক্তি

কথা বলতে বলতে আমরা কখন হাত ধ'রেছি পরস্পর
কথা বলতে বলতে আমরা হেঁটে এসেছি অনেক দূর
কথা বলতে বলতে এসে দাঁড়িয়েছি সেই চূড়ায় শিখরপ্রাঙ্গণে

চুপ। কান পেতে শোনা যায় কোথাও ঝর্ণার শব্দ
পাতার মর্মর মেঘের গুরু গুরু সচকিত বিদ্যুৎ আর
সুন্দর এক পশুর চুপিসাড়ে রক্তস্রোতে নেমে আসার অনুভব

কথা বলতে বলতে ধর্মের নিশান জ্ব'লে গিয়েছে কখন
কথা বলতে বলতে কুণ্ঠায় লুণ্ঠিত হয়েছে শরণাগতি
কথা বলতে বলতে রূপে রসে গন্ধে শব্দে স্পর্শাতীত শিবিরে
জলময় হয়েছে পূর্ণকুম্ভ

চুপ। পৃথিবী এখন অশরীরী গুহায় বিতরণ করছেন রাসজ্যোৎস্না।
মহামোহরূপ সংসার কটাহে পাক করতে করতে স্তব্ধ হয়েছেন কাল।
এক্ষুনি জ্ঞানময়গ্রন্থিমোচন করবেন ব'লে কটাক্ষে অসঙ্গাতরণীতে
এসে পড়েছেন হ্লাদিনী শক্তি।

কথা বলতে বলতে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষ ধ'রে হেঁটে হেঁটে আমরা
এসে পৌঁছেছি এই শিখরে।

অসঙ্গাতরণী

তুমি এসব বলতে পারবে না।
শুনতে?
জানি না। জটিল মনস্তত্ত্বে মৌন
আকাশ।
কুটিল জলমণ্ডলে অস্থির
নদী।
দহনোন্মুখ হাসিতে উজ্জ্বল
আগুন।
দুরপনেয় দ্বিধায় কাতর
আমরা।
তুমি এসব জানো। শুধু চিত্তচাঞ্চল্যে
ভেসে যায় আমার অসঙ্গাতরণী।

ডাকনাম

এলেই দেখি দরজা বন্ধ। ঝরা পাতায় উপচে পড়া বাগান।
কাঁটালতায় ঢাকা তুলসীমঞ্চ। ধূসর ডালপালায় কেমন
একটা ছন্নছাড়া ছবি।
এলেই দেখি কেউ কোথাও নেই তবু এসো এসো একটা ডাক
কার্নিশে ঝুঁকে থাকা একটা ছায়াশরীর
অসমসাহসী জ্যোৎস্নায় কার হাসি মুখ।
এলেই দেখি একটা প্রবাহতরল প্রত্যাখ্যান
ছড়ানো ছিটোনো আমার কবিতার পাণ্ডুলিপি
আচ্ছন্ন ক'রে বিষাক্ত লতাপাতা।
এলেই দেখি জলের সুড়ঙ্গ একটা ভাঙা মাস্তুল
কারুকার্যময় আসবাব দ্বিধাহীন প্রশ্রয়ের শিখা
আমার ডাকনাম।

শঙ্খচিল

পিপাসাপাগল মাটিতে বৃষ্টি হল খানিক
শেকড়ে শেকড়ে প্রাণের প্রবাহ
ছেঁড়াপাতা ভাঙা ডাল চতুর্দিকে ছড়িয়ে
তাণ্ডব করে গেল কালবৈশাখী
এখনো মেঘের গুরুগুরু আওয়াজ বিদ্যুতের রেখা
গুমোট
সামান্যে বুক ভরেনি, মৃত্তিকালগ্ন নিঃশ্বাসে মন্থর বাতাস
আরও দাও আরও দাও
পিপাসাকাতর আর্ত মাটি
রাঢ়ের রুক্ষ রূঢ় প্রান্তরে তাল আর খেজুর
বাবলার বন
মরা নদীর তীরে মান্ধাতার শিমুল বৃদ্ধ পেঁচা
আর সেই সব শেয়ালেরা খটাশেরা
আগুনচোখ শ্বাপদেরা
বৃষ্টি নিয়ে শুরু করে হল্লা অবরোধ পিকেটিং
ভেবে দ্রুত বাসায় ফিরতে ডানা মেলে দিল
শঙ্খচিল

অপেক্ষা

আমি অপেক্ষা করব।
এই আমার ব্রত
এই আমার বৃত্তি।
আসবে কিনা জানি না
দেখা হবে কিনা তাও—
আমি অপেক্ষা করব।
মেঘের পরে মেঘ জমবে
আঁধার ক'রে আসবে চরাচরে
অমর্ত্য আকুতি নিয়ে ঝ'রে পড়বে বৃষ্টিধারা
হয়তো পথে
হয়তো দরজায়
আমি অপেক্ষা করব।

অপেক্ষা করব ধ্যান ও ধ্যানহীনতার মধ্যে
ব্যাহত ও অব্যাহত অন্বেষণের মধ্যে
প্রচ্ছন্ন ও প্রপন্ন দুটি সমাপ্তি ও সম্ভাবনার মধ্যে

হাতের কথা

তুমি আমার গোধূলির দুর্বলতাটুকু হাতে নিয়ে
আমাকে লজ্জিত করছো
অপেক্ষমান ধ্রুবপদ ভেসে চলল স্রোতে
প্রহৃত প্রতিহত হতে হতে
শিল্পগরিমাহীন এই অন্ধকার কতো আনুগত্যহীন
তাই এই সায়ন্তনী বিষাদ
তাই এই দিনযাপনের কান্না
আর তারই মধ্যে কী স্পর্ধায় ফুটে ওঠে ঘাস ফুল
মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বলে, ওই দেখ সেতু
তোমার জন্যে তোমারই জন্যে মহিমান্বিত স্থির
তখন গ্লানিহীন অমল সৌন্দর্যে পরিপ্লাবিত হই
পরিধি থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত আনাচে কানাচে
কানাকানি হয়
আমার দুর্বলতা ধ'রে থাকা তোমার দুটি হাতের কথা

পুরনো ছবি

আমরা চারজন হেঁটে যাচ্ছিলাম। কাঠজুড়িডাঙার পথ।
ধুলো ধুঁয়ো ভিড় গাড়ি ঘোড়ায় সন্ত্রস্ত।
তীব্র রোদ্দুর। ছায়া নেই। নিরুদ্ভিদ। আমরা
হেঁটে যাচ্ছিলাম। সহসা সব মিলিয়ে গিয়েছিল
সব স'রে গিয়েছিল। শুধু আমরা দুজন।
এলোমেলো অর্থহীন কথা। তাও স'রে যেতে যেতে
এক আশ্চর্য নৈঃশব্দ্য নেমে আসছিল সেদিন।
যার অশ্রুবাষ্পময় আবরণে ঢাকা পড়ছিলাম আমরা।
আজ কতো বছর পর সেই মুহূর্ত কেন যেন ঘনিয়ে এল
বুকের মধ্যে—এতটুকু ম্লান হয়নি ধূসর হয়নি এখনো!

স্তব্ধবাক

কতোভাবে যে বোঝাতে চেষ্টা করি তোমাকে
তুমি না বোঝার ভান করো
না কি সত্যি বোঝো না
দুঃখে হতাশায় অভিমানে বেদনায়
এক এক সময় ভেঙেচুরে যেতে থাকি
তুমি হেসে হেসে
এদেশে কী রকম গরম পড়েছে খবর নাও
কুয়োয় জল আছে কিনা
বাগানে আম ধরেছে কিনা
তোমাদের ফেলে যাওয়া বাড়ির পেছনের পুকুরের কথা
বলো
ভালবাসার কথা যেন অচিন লোকের ভাষা
জানা নেই তোমার
তাহলে এত প্রশ্রয় কিসের
আমি সরলতার বোকামীতে স্তব্ধ বাক

অন্তর্গত

বলতে হয় বলছি, সব বানানো গল্প কিন্তু
এই যে দুর্গ ভেতরের রহস্যচমকিত অলিগলি
পাথরের রক্তচলাচল সহস্র অশ্বখুরের শব্দ
ধাতব ঝনঝন—তারপর চুপ
তারপর কানাকানি
সব বানানো
শুধু একটা না পাওয়ার হাহাকার
একটা না পাওয়ার দীর্ঘশ্বাস
ঝুরিময় শাখাপ্রশাখার শ্যাওলা
একটা না পাওয়ার অপেক্ষমান কারুকার্য
একে ভ্রমণসূচির অন্তর্গত করেছে।

অনির্ণেয়

আমার হাহাকার দেখে হেসে ওঠো, বলো
এই যে সব শুনলাম এই যে সব
পাগলামী সহ্য করলাম এই যে
সেদিন গেলাম
এসবের মানে বোঝো?
এ তো প্রশ্রয় এ তো প্ররোচনা এ তো—
বলতে বলতে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি আমি
আর তুমি বৃষ্টি শেষের রোদ্দুরের মতো হেসে
ভরিয়ে দাও অপাপবিদ্ধ প্রকৃতি
কোনো কিছুই নির্ণয় করতে না পেরে
আমি চলে যাই
ধূসর গোধূলির বাউলের কাছে

সর্বনাশ

আগের মতো মাস্টারী করলে বলতাম, এই যে তুমি হ্যাঁ তুমিই—
চলে এসো, কালই, রাত্তিরের ট্রেনে, আমি স্টেশনে থাকব
বলতাম আমার জন্যে একটা ভালো কলম এনো
আর ভূর্জপত্র—কলমটা খাগের—হীরাকষের কালি
অনেক মন্ত্র কিছু দিন ধ'রে জ্বল জ্বল করছে
লিখে রাখতে হবে
কিংবা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে
বলতাম
খবরদার, ভালবাসবে না কিন্তু, দুরত্যয়া তোমার মায়া
বেঁধে ফেলবে না বলছি
হ্যাঁ তোমাকেই উপযুক্ত
বিবেচনা করেছি, তোমার চোখেই সর্বনাশ দেখেছি যে আমার

প্রেমিক হলে

প্রেমিক হলে তোমাকে দেখিয়ে আনতাম
আইসল্যান্ডের আগ্নেয়গিরি
নিয়ে যেতাম তাকলামাকানের মরুদ্যানে
চিনিয়ে দিতাম বালুচরিতে গাঁথা মহাভারত
খাজুরাহোর পাথরের রক্ত চলাচল
কোনার্কের মৃদঙ্গবাদিকা
প্রেমিক হলে তোমাকে শিখিয়ে দিতাম
সেই গুহাপথের ঝর্ণাকেশর লাভাস্রোতের
উৎসমুখ কী ক'রে
উন্মোচিত হয়
একশ আট সিঁড়ি হাতে ধ'রে ধ'রে পার ক'রে
শিখিয়ে দিতাম সেই মন্দিরে প্রবেশের মধুবিদ্যা
প্রেমিক হলে অসমসাহসী অন্ধকারের মতো
ঝাঁপ দিয়ে পড়তাম অলকানন্দায়
বলতাম, চলো আজ গৌরীকুণ্ডে রাত কাটাই
শুধু হীনযান মহাযান পড়াতে পড়াতে
শাদা চকখড়ির মত ক্ষয়ে গেলাম

ভালবাসা

মন্থর মেঘ। এলেমেলো অন্ধকার। বহুদূরে কোথাও সমুদ্র। কেউ যেন ডাকলো! না। হাওয়া। মর্মর। বহুদূরে কোথাও নক্ষত্রলোক। দেবদূতেরা গান গায়। সংসারের সুখের পরিধি কী প্রচ্ছন্ন কৌতুকে কেন্দ্রাভিমুখী। কার সঙ্গে যেন দেখা হবার কথা ছিল। কোদাইকানাল যাবার কথা ছিল। কার জন্যে লেখার কথা ছিল। কার জন্যে অপেক্ষার দরজা বন্ধই করা হলো না। স্মৃতি বিস্মৃতির মায়াজাল। বহুদূরে সমুদ্রতীরে কেউ কি ডাকলো! আহা সমুদ্র। সমুদ্র।

ভ্রমণসূচি

এক একসময় তোমাকে দেখাতে ইচ্ছে করে কালাহাণ্ডি
দেখাতে ইচ্ছে ক'রে আমলাশোল
এখন নিশ্চিহ্ন ছোলাডাঙা গ্রাম
মৃত গন্ধেশ্বরী
জঙ্গলমহলের থাবার নীচের অন্ধকার
হিরোশিমা নাগাসাকি ভিয়েৎনাম কাম্বোডিয়া
কাশ্মীর
দেখাতে ইচ্ছে করে পেরামবুদুরের সেই কালচিহ্ন
নয় এগারোর পেন্টাগন
আনাচে কানাচে কবিসম্মেলন মানপত্র
মীনেকরা পেতলের থালা ঢোকরা হাতি ঘোড়া
বালুচরী
বাঁকুড়ার লু খরায় পোড়া মানুষ
তুমি নির্লিপ্ত মহিমায় বালিকার আনন্দে
হয়ত হাততালি দিয়ে ফেলতে
বলে উঠতে, বাঃ কী সুন্দর তোমার এই ভ্রমণসূচি

পালক

তুমি এসব পড়ো না, দেখো না। তবু
বানিয়ে বানিয়ে লিখি। বই ছাপি।
তুমি উল্টে দেখো না। তবু পাঠাই। প্রাপ্তি সংবাদ দাও।
কষ্ট হয়। আমার অনন্ত ব্যর্থতার ভেতর এও একটি।
তা হোক। লিখিয়ে নিতেই বা
কে পারে?
বানিয়ে বলতেই বা কে প্রশ্রয় দেয়
প্ররোচিত করে?
সহস্রবার ভীতু। আজ কিন্তু অসমসাহসে
তোমাকে ভালবাসার কথা বললাম
যেন ও শব্দটা তোমার অভিধানে নেই
এরকম নিস্পৃহতায় হেসে উঠলে তুমি
তুমি আমার আর এক ব্যর্থতা হয়ে
টুপিতে পালক হয়ে গেলে

বরাটদা

পৌরসভার নির্বাচনে দাঁড়ানো মেয়েটিকে নিয়ে
কাল পার্টিকর্মীরা এসেছিল
এবার গ্রীষ্মে মুকুটমণিপুর থেকে বাঁকুড়া শহরে
জল সরবরাহ করেছে এরা
বিজ্ঞাপন দেখেছি
বিরোধীপক্ষের নিজস্ব লড়াইয়ে ভেঙে ফেলল জোট
কী চওড়া হয়েছে মাচানতলা যাবার রাস্তা!
এই সব ইস্তাহার এই সব পথসভা এই সব
হলেই বরাটদার কথা মনে পড়ে
সোনামুখী পৌরসভার অলৌকিক চেয়ারম্যান
সেই বিরোধীপক্ষের মাতাল
গালও দেয় ভোটও—
আমাদের বাড়িতে নির্বাচন শেষে লুকিয়ে থাকতেন কদিন
ধর্মহীন দলের লোক
নীলাচলে মহাপ্রভু দেখে কাঁদতেন
মনে পড়ে।

শেরউড এস্টেট

জানলায় নাগালিঙ্গম আর রক্তাশোক
ছাদ থেকে কাঠবাদামের পাতা
রাধাচূড়ার ফুল
পাশে কিসের মন্দির কী নির্জন
মিষ্টির হাত ধ'রে পার্ক কিড মিউজিয়াম
লাইব্রেরি জিম
বালিতে ছুটোছুটি ক'রে মজা
মস্ত মস্ত বাড়ি প্রচুর খোলামেলা জায়গা
শেরউড এস্টেট
আঠারো দিন
দশের ফেব্রুয়ারি
আর কি যাওয়া হবে?
'মিষ্টি'কে দেখে হয়ত একদিন
চিনতেই পারব না!

কাব্যগ্রন্থ

গাঙ্গুলিবাগান ওয়েস্টে থাকতেন কেদারদা
কতো দিন থেকেছি তাঁর কাছে
এখন আর জানিনা ওখানে কী আছে কী নেই
এখন ইস্ট
বড় রাস্তা থেকে হেঁটে দশ মিনিট
'পুনর্নবা'
ছিয়ানব্বই সি
অশোক রোড
বুলুর বাড়ি
ঋষি রুদ্র হিমাদ্রিকে নিয়ে সংসার
ছাদে হু হু হাওয়া
রক্তকরবী রঙ্গন জবা আর খুদে টগরের মেলা
আর শান্তি
দেবদুর্লভ শান্তির মলাটে মোড়া
কাব্যগ্রন্থ

কৃতাঞ্জলি

বাড়ির নাম কৃতাঞ্জলি।
দেশবন্ধু রোড, পুরুলিয়া।
সত্যিই অঞ্জলিবদ্ধ করজোড় প্রার্থনার মত।
অনিঃশেষ প্রণামের মত।
মমতামুখর ব্যাকুল জ্যোৎস্নার মত।
কৃতাঞ্জলিতে রাকা থাকে
ঐশী ও অর্চিষ্মান থাকে
আর ওঙ্কারনাথদেবের প্রিয় সন্তান সাধুর অতীত দীননাথ।
সর্বোপরি থাকেন সদাজাগ্রত ঈশ্বর।
যেখানে গেলে মাথা নত হয়ে যায়
হৃদয়ের জ্বালা যন্ত্রণা জুড়িয়ে যায়
সমস্ত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠার অবসান হয়।
তাঁকে প্রণাম করার আগেই তিনি
জড়িয়ে ধরেন ভালবাসায়।

তাঁকে ভালবাসার আগেই তিনি
ভালবেসে পাগল।
আশ্চর্য সেই হাসিমুখ ছবি থেকে সুগন্ধের
স্পর্শে দুলে ওঠে আমাদের ভূমি।
এঘরে ওঘরে সিঁড়িতে দোতলায় ঘুরে বেড়ান
মা।

র‍্যাঁবো

ফ্রান্সের উত্তরে ছোট্ট শহর শার্লভিল
মাত্র চৌদ্দ বছরের ছেলেটি কবিতা লিখছে
'ওফেলি'র মত কবিতা 'সাঁসাশিয়'র মত কবিতা
কবিতা লেখায় প্রাইজ পাওয়া বইগুলি
বিক্রি ক'রে চলেছে সে প্যারিস
পথে ভাড়ার জন্যে গ্রেফতার
আবার পালিয়ে যাওয়া বেলজিয়ামে
পাথুরে পথে হেঁটে হেঁটে জুতো ছিঁড়ে গেছে
লেখা হল 'ও ক্যাবারে ভারে'
আবার শার্লভিলে ফিরে আসা
আবার পালিয়ে যাওয়া প্যারিস
ভারলেনের সঙ্গে অন্ধকার কাফে জীবন
'লে ব্যাতো ইভর' এর অসামান্য কবিতা
'ল্যেজিল্যিউমিনাশিয়'র সৃষ্টি
'ইউন সেঁজ আনআঁফার' লেখা হল
নেশাগ্রস্ত ভূতগ্রস্ত কবি দেশ দেশান্তর ঘুরতে ঘুরতে
সোমালিল্যান্ড
কবিতা মুছে গেল জীবন থেকে
জীবনকে দেখে পবিত্রতার দিকে যাওয়ার কী আকুলতা
কিন্তু তখন সব শেষ
যুগ স্রষ্টা কবি মাত্র উনিশ বছরে ছেড়ে দিলেন লেখা
মৃত্যু হল সাঁইত্রিশে
ক্লান্তিস্নাত কবি 'প্রমত্ত তরণীতে' বললেন ঃ
ওগো তরঙ্গেরা আর পারছি না · · ·

জাহাজ

মাঝে মাঝে বাড়িটা জাহাজ হয়ে ওঠে
দিকহারা কূলহারা একটা জাহাজ
বহুদিন জলে ভাসছি তরঙ্গে তরঙ্গে
প্রহৃত প্রতিহৃত
দিশেহারা ক্যাপ্টেনের সঙ্গে উদাস চোখে
চেয়ে থাকি
আলো আর অন্ধকারের সমুদ্র
জলের গন্ধ বাতাসের ঝাপটা লোনায় ভেজা শরীর
তীর কোথায় বন্দর কোথায় দ্বীপ উপদ্বীপ
মাঝি মাল্লা
কেউ নেই কিছু নেই
বায়ুগ্রস্ত ভেসে ভেসে বড় ক্লান্ত বড় জীর্ণ বড় অসহায়
বড় অতলস্পর্শী জীবন।

আঁধার করবী

প্রকৃতি তখন দুহাতে মুখ ঢাকল
পৃথিবীর প্রাচীন গোধূলি দ্বিধাবিভক্ত
কিন্নরীর আঁচলের মত পাগল হাওয়া
রূপোলী ধুলোর ঝড় তুলে মিলিয়ে গেল
রথের চাকা—নক্ষত্রের পথে তার দাগ
গেরুয়াশিলায় সায়াহ্নশিখর
বহু পুরনো অশ্রুবিন্দুগুলি টলোমলো মুক্তো
যেন জানত, সব জানত, এমনি ভাবে
গুচ্ছ গুচ্ছ আঁধার করবী উৎফুল্ল হল
আত্মহারা হল কৃতপুণ্যা নদী
তার জলের কোরকে স্পর্শকাতর কার নাম
অতলস্পর্শী আনন্দময়তার লাবণ্যপরিধি।

ঝাঁপ

কাউকে চিনিনা কাউকে না বলতে বলতে
দরজা বন্ধ করে দিলাম
সব ক'টা জানলাও
সত্যিই চিনি না? কার কাছে যেন প্রশ্ন করলাম
আমাকেই নয় তো?
খুব ভয় পেয়ে চোখও বন্ধ
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেও ভয়
ঘরের ভিতর ঘর কুঠুরির ভিতর কুঠুরি
দেওয়ালের ভিতর দেওয়াল
অসমসাহসী একটা আলো
মুখে এসে পড়ল
কে? কে? কে ওখানে?
সাবধান, পথ বন্ধ ক'রে দেব
ভয়ঙ্কর কার্নিশ থেকে ঠেলে ফেলে দেব
হা হা হাসির শব্দটা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে
ঢেকে দিল সব
আমাকেই চিনতে না পারার লজ্জায়
ঝাঁপ দিয়ে পড়লাম তার চোখে।

আনন্দধারায়

ঘুম ভেঙে যেত। অনেক রাত। অন্ধকারে
অর্জুনের শাখা প্রশাখায় জোনাকির ঝাঁক
মাথা খুঁড়ছে। হাওয়া। অশ্বত্থের পাতা ঝরছে।
আর সেই কান্না, ইনিয়ে বিনিয়ে কান্না।
কী যে দুঃখ কী যে কষ্ট, কে জানে। বুকটা
খুব ভারি হয়ে যেত। পাতা ঝরার শব্দ
জল পড়ার শব্দ বহু দূরে ট্রেনের হুইশলের শব্দ
সেই কান্নার চালচিত্র হয়ে ফুটে উঠত।
কষ্টের শেষ নেই কোনো। দুঃখের শেষ নেই কোনো।
আনন্দধারায় ভেসে যায় ছোট ছোট জীবন।

কাঠবেড়ালি

কিছুই হলোনা ব'লে আবার আলাপ ক'রে বেড়াচ্ছি
সবাই পুরনো বন্ধু, ছেড়ে চ'লে গিয়েছিলাম
সবাই উৎসাহ দিচ্ছে খুব, লেগে যা, আর একবার
সবার চোখে আনন্দের সঙ্গে কেমন একটা সন্দেহ
ফিরে আসতে আসতে আনাচে কানাচে ফিসফাস
বলি মতলবটা কী মতলবটা কী—

কিছু হলোনা ব'লে এই যে ফিরে আসা, এর
মানেটাও বুঝি না তেমন। কোথায়ই বা যাওয়া
কোথায়ই বা আসা। কি হলো আর কি হলো না।
মাথায় সব তালগোল পাকিয়ে যায়
দরজার নিজের বাড়ির দরজার কাছে এসে
অবাক হই মাঝে মাঝে, একি! এ কোথায়
ফিরে এলাম!
তখনই একটা কাঠবেড়ালি
গেটের শিউলিতে দু'হাত তুলে নমস্কার জানায়
চোখ গোল ক'রে হেসে বলে, আসুন, আপনার জন্যে
আমার বাড়ি যাওয়া ঘটেনি বহুদিন—
আজ ছুটি।

মজার মানুষ

সময় যার অফুরন্ত অলস মন্থর
সে যদি সময় না পায়
সে যদি বলে
ভাই বড় ব্যস্ত
তাহলে তো ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না?
সেই রকমই কিন্তু সে বলে
ব'লে ব্যস্ত হয়ে যায়
হয় নিজের সঙ্গে কথা বলায়
নয় নিঃসঙ্গতা নিংড়ে
নির্বান্ধব হওয়ায়

আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়াতেও
মজা তার
আঁকা বাঁকা আলপথ ধ'রে
সরু শীর্ণ পায়ে চলা শাদা পথ রেখা ধ'রে
হয়ত পৌঁছে যায় একটা পুরনো দুঃখের কিনারে
কিন্তু আমাকে বসিয়ে রেখে
জলে নেমে যায়
এত সময় তার যে আর উঠে আসে না

অপরিবর্তিত

সবকিছুই বদলায়। পরিবর্তনের হাওয়া আসে।
ফিরে আসার রীতি। চ'লে যাওয়ার প্রকরণ
একই থাকে না।
কোনটা ছন্দে বলা হবে কোনটা ছন্দোহীনতার
বন্ধনে
তাও ঠিক থাকে না।
যাকে সুখ ব'লে আঁকড়ে ছিলে
তাকে স্বচ্ছন্দে ফেলে যায় মানুষ
ফিরেও তাকায় না
গেল গেল রব তুলে তীরে যারা আর্তনাদ করে
তাদের প্রতি ভ্রূক্ষেপহীন নিমগ্ন হয়ে যায় কেউ।
মমতাবিহ্বল জন্মদিন
মৃত্যুদিনের আর্তিতে মৌন হয়ে যায়।
সব কিছুই পাল্টে যায়—
শুধু ধর্মাধিক জেগে থাকে অধীর বালকের মত
হৃদয়
বাকরুদ্ধ বেদনায় স্খলিত মর্মরে

দেখা

আবার যদি দেখা হয়। আবার যদি দেখা হয় কোনোদিন।
অপেক্ষমান বেদনা দুহাতে চৌকাঠ ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকে।
জানলা বন্ধ করতে ভুলে যায়। ঝড় আসে লু শীত
বৃষ্টি। চোখ ভারি হয়ে আসে। তৃষ্ণার্ত ধূসর গাছপালায়
উন্মুখ পিপাসা। গ্রীষ্মচৌচির মাটিতে হাহাকার। হাওয়ায়
ছেঁড়া পাতা মরা ঘাস ধুলো বালি। ব্যাকুল ধাবমান পাখিরা
নীড়ে ফেরে।
যদি দেখা হয় যদি দেখা হয়ে যায় কোনোদিন
অপেক্ষার চৌকাঠে চৌচির হৃদয় কালসিটে পড়া মুখ
প্রৌঢ় পায়ে বহুদিনের পথের ধুলো ভূতগ্রস্ত বিশ্বাস স্তব্ধ জলরেখা
যদি দেখা হয় যদি দেখা হয় যদি
দেখা হতো!

তাকিয়ে আছি

চোখের দোষে আজকাল সাপকে দড়ি মনে হয়
দুঃখকে সুখ
স্থিরকে চলমান
তেঁতুলপাতা তুলসীপাতায় ভেদ পাইনা
আত্মীয়কে কালসর্প চোখ ভালো থাকতেই মনে হতো
নিকটকে দূর আর দূরকে নিকট
দেখতে গিয়েই বিপদ
দুর্ঘটনা ঘটে আর কি
বিশ্বাসক্ষুব্ধ হৃদয় জীবনের মোক্ষম তামাশাতেও
কী বিনম্র বিনত
প্রৌঢ় প্রেমিকের চোখে তোমার মধুপান
কী মন্থর কী মৃত্যুশীল
অনুকম্পাতুর আমি নষ্ট চোখে তাকিয়ে আছি তো
তাকিয়েই আছি

পীঠদেবতা

এসো উচ্চারণ করি। আর মন্ত্রগুলি আলোকিত হয়ে
ভেসে যাক।
এসো স্পর্শ করি। আর সমস্ত তরঙ্গগুলি
তীব্র সংরাগে কাতর হয়ে উঠুক।
এসো সমর্পণ করি। প্রেরিত প্রপন্নার্তিতে
প্রণতিমুদ্রায় আর্দ্র হয়ে উঠুক অবরোধ।
এইভাবে সব গ্রন্থিগুলি ছিন্ন করি আমরা
প্রস্ফুটিত হোক পদ্ম
তাতে পা রাখুন শ্রী
প্রসন্ন হোন বুদ্ধিপীঠ—আটটি পীঠদেবতা।

বাসা

খড়কুটোর মতো সংগ্রহ
দরজা জানলা চেয়ার টেবিল পাখা
ফ্রিজ গ্রিল খাট আলমারী
চড়ুই পাখি যেমন ঠোঁটে ক'রে
কুড়িয়ে নিয়ে আসে
বাসা বোনে ঘুলঘুলিতে—
পরিষ্কার করতে গিয়ে
আমরা ফেলে দিই।
আমাদের ঘরদোরও মাঝে মাঝে
সাফ করা হয়।
সব প'ড়ে থাকে—আসবাবপত্র
ভাঙাচোরা বিবর্ণ।
শুধু পাখিরা থাকে না
পালিয়ে যায় কোথায়
হারিয়ে যায়।

ফিরে যেতে

একি! আমি তো এখানে আসতে চাইনি!
তুমি আমাকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছো।
আমাকে ঘুমের ভিতর দিয়ে নিয়ে এসেছো।
মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নিয়ে এসেছো।
এক অদ্ভুত তিমির রাত্রির ভিতর দিয়ে এনেছো।
আমি টের পাইনি কিছু বুঝতে পারিনি।

আমি ফিরে যাব। ফিরে যেতে চাই।
আর হাজার হাজার মৃত্যুর ভিতর দিয়ে নয়
অগণন জন্মের পথে পথেও নয়
অপরিসীম অভিজ্ঞতাবৃদ্ধ হয়েও নয়—
এক্ষুনি।
এক্ষুনি।
দেখ সমস্ত অস্পষ্টতা মুছে ফুটে উঠেছে 'এসো'
দ্যুলোক ভূলোক বিকীর্ণ ক'রে বলছে 'এসো'
সমস্ত ভার লঘু হয়ে ছেড়ে দিয়েছে আমাকে!

বাড়ি ফেরা

অনেক অলৌকিকত্ব দেখিয়েছিলে।
যেন মস্ত যাদুকর।
কখন যে খেলা শেষ হয়ে গেছে
কখন যে মঞ্চে পর্দা নেমে এসেছে
কখন যে খালি হয়ে গেছে প্রেক্ষাগৃহ
টেরই পাইনি।
এখন অনেক রাত।
টলোমলো পায়ে বাড়ি ফিরছি
না আলো না অন্ধকার
আকাশের বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে মেঘ
তন্দ্রাচ্ছন্ন তারারা, ঘুমিয়ে কাদা গাছপালারা
ডানার ওমে পাখি, মমতাবিহ্বল বাতাস

ধুলোবালির ঘুমন্ত মুখে শুষে নিতে স্বেদবিন্দু
এখন অনেক রাত।
পথ যেন ফুরোতে চাইছে না।

আমার বাড়ি। আমার বাড়ি।
আমার বাড়ি।
যত উচ্চারণ করছি তত মধ্যরাত্রির
গৃহহীনতা ঘোষণা করছে জীবন
স্তব্ধহিম নির্জন পদশব্দ
নিশার মত নীরব ধ্বনিও
নিশ্চিত নৈর্ব্যক্তিকতায় নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ছে।

এখন

এখন কেউ কড়া নাড়ে না
এখন কেউ চিঠি লেখে না
পথে দাঁড়িয়ে কুশল
জিজ্ঞেস করার সময় নেই কারও

উর্ধ্বশ্বাস গতি অধঃশ্বাস গতি
কোথায় চলেছে কেন চলেছে
কেউ জানে না

আমিও পথে আজও
খুঁজে চলেছি আমার বাড়ি
নির্বান্ধব অন্ধকার
অপবৃক্ষে পেঁচা
গন্ধহীন ফুলের রূপের বন্যা
আর বাবলাবন
আর সেই গরিব নদীর লজ্জা
আর প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের
মর্মর

এখন কেউ কুড়িয়ে রাখে না
খুঁজে না পাওয়া শব্দ
'এসো'

দাঁড়াও পথিকবর

পথই শেখায় এ কোনো দূরত্বই নয়
পথই শেখায় এ কোনো অবরোধ নয়
এই পথের মধ্যে আর এক পথ আছে
এই অন্ধকারের মধ্যে আর এক অন্ধকার
এই ঝরাপাতার ভিতর অন্য ঝরাপাতা
এই সব—দৃশ্য সব কিছু নয়
তুমি এগোতে থাক।
শুশ্রূষাময় সুগন্ধ
মমতাবিহ্বল বাতাস
অপেক্ষমান অনুনয়
রোরুদ্যমান চিতা
কিছু বলে না। ভোর হয়। ফুটে উঠতে থাকে
ক্ষতচিহ্নলাঞ্ছিত মুখ
অভিশাপকিনাঙ্কিত নাম
প্রত্যাখ্যাত অস্থিত অবসান

পথ ব'লে ওঠে
দাঁড়াও পথিকবর

চাঁদ

সারারাত ধ'রে মেঘ আর বজ্র আর বৃষ্টির
তুমুল হুল্লোড় থেমে গেলে
চাঁদ উঠল।
কিন্তু তখন শেষ রাত।
ভোর হয়ে আসছে।
মেঘেদের হুল্লোড়ে সারারাত ক্লান্ত সে ঘুমিয়ে
পড়েছিল।
চাঁদ দেখা আর হয়ে উঠল না তার।
চাঁদ তখন তিরুচিরাপল্লীতে।
কিন্তু কৃষ্ণপক্ষ তো।
ক্ষয় হতে হতে বিশীর্ণকলা যখন
ধুর্জটির জটায় মুখ লুকোতে বাধ্য হল।

ইন্টারভ্যু

বয়স?
চৌষট্টি
অভিজ্ঞতা?
অনেক।
ভালবাসা?
জানি না।
অপমান?
অসামান্য।
পাওয়া?
অপ্রতুল।
না পাওয়া?
যৎসামান্য।
লেখাপত্র?
অন্তর্গত।
প্রত্যাখ্যান?
ছন্দোবদ্ধ।
এই নৌকো?
জীবনের।
এই সমুদ্র?
জীবনেরই।
তুমি নিজে?
কবিতার।

ভিতরে

কাঠের ভিতরে রক্তচলাচল করে
পাথরের ভিতরে স্পন্দন
প্রণামের ভিতরে প্রপন্নার্তি
এসব তোমাকে
বলবার কথা না
তবু আজ যখন মন্দিরে কেউ নেই
প্রাঙ্গণে পাহারা দিচ্ছে
নাগলিঙ্গম
সূর্য নিভিয়ে দিয়েছে
নদীর নগ্নতা
তোমাকে বলছি
ভিতরে এসো ভিতরে কেউ নেই
পাতা আছে সোনার পালঙ্ক
রক্তবেদিতে মহার্ঘ মধু
আর অনন্ত অপেক্ষা

বাঁকুড়া পুরুলিয়া

এই দেশেই কোথাও রয়েছে সেই অরণ্য অরণ্যের মধ্যে জনপদ
জনপদের ভিতরে দ্রিমি দ্রিমি আওয়াজ মাতাল করা গন্ধ
কর্কটক্রান্তি রেখা সাপ ও প্রেতাত্মা ডাইনি ও যাদুকর
ধূ ধূ কাঁটা জমি রুক্ষ প্রান্তর ঢেউ শস্যহীন দাউ দাউ
তাল খেজুর বাবলাবন কোথাও বালির চিতায় মৃত নদী
এই দেশেই মাটির দাওয়ায় তালাইয়ে শুয়ে আছেন তিনি
লম্ফ জ্বলছে থর থর ক'রে, তাঁর হারিয়ে যাওয়া চোখের
আকাশে অগণিত তারার মত মানুষ—মানুষের মত জীব
প্রেতায়িত মিছিল, লোভী ধূর্ত মানুষের লোমশ হাত
বাগানবাড়ি পরী পালঙ্ক মোবাইল মুদ্রারাক্ষসের থাবা
ভ্রমণসূচির অন্তর্ভুক্ত পোড়ো মন্দির জীর্ণ বালুচরি দীর্ণ ছৌ
এই দেশেই কোথাও এসে দাঁড়িয়ে আছে বহুকালের সেই জাহাজ

জরুরী মনোযোগে ত্রাণ এসেছে নাইট ভিশন ইনসাস জ্যাকেট
তিনি শুয়ে আছেন মাটির দাওয়ায় তালাইয়ে অন্যমনস্ক
আগুনের গহ্বরে মর্মস্পর্শী গান স্পর্শকাতর একতারা শন শন শিস
নাচের উৎসব হবে নাচের উৎসব হবে রাতের খাজুরাহ থেকে
কিন্নরকণ্ঠে ভেসে এল পাথরকিন্নরীদের হাসি

নিজের সঙ্গে

ভালো কলমে লিখতে ভালো লাগে
এই কলমটি হিমাদ্রি দিয়েছে
অনেকদিন প'ড়ে ছিল
হঠাৎ এদিন হাতে নিয়ে লেখার চেষ্টা
তারপর এই সব হু হু পাগলামী
ধ্যানের পরই আনন্দ
মুক্তছন্দে খুশীমত কত কিছু বলা যায়
হাতড়ে হাতড়ে হন্যে হতে হয় না
কার জন্যে হাতড়ে বেড়ানো
এ সব আমার নিজের জন্যে
নিজের সঙ্গে নিজের
কথোপকথন
চক্ষুকর্ণহীন ইন্দ্রিয়হীন সত্তার
দর্শনাদির মত
পুণ্যগন্ধস্বরূপিণী শ্রী এসে পা রাখেন
অলক্তকের ছাপ লেগে থাকে
আমি দেখি
লিখতে লিখতে দেখি আর বলি
ব্রহ্মণস্তেজসা পাদৌ।

জগন্নাথ

অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যতাচক্ষু স শৃণোত্যকর্ণ

বিশাল মায়া জলধির তীরে তুমি দাঁড়িয়ে আছ
ইন্দ্রিয়বিহীন অথচ ইন্দ্রিয়ময়
সচ্চিদানন্দ মূর্তি জগন্নাথ
কী দূরধিগম্য ভাবময়-রূপ!

কতদিন দেখিনি তোমাকে।
তোমার পুজো ক'রে ক'রে ক্লান্ত।
তোমারও বোধহয় ভালো লাগে না হ্রীং ক্লীং।
তাই তোমার দর্শন
দর্শনেই পুজা দর্শনেই হোম দর্শনেই সব
হে অলোকসম্ভব স্বামী
নয়নপথগামী হও।

অম্লানপঙ্কজমালা

তুমি বলবে সুখও তো দুঃখ
পুণ্য তো পাপোঽহং এর ওপরেই প্রতিষ্ঠিত
এ সবই সংস্কার
মায়া সংস্কার প্রকৃতি অপূর্ব
কত নাম
কত বৈচিত্র
তাই তো বলা হয়েছে
অম্লানপঙ্কজমালা
প্রবাহ রূপে নিত্য বলেই অম্লান
অসংখ্য বলেই- মালা
তুমি কণ্ঠে ধারণ করেছ
প্রারব্ধ নিয়েছ হাতে
নাম লীলাকমল
শিরসি উরসি শোভমান
ব্রহ্মাত্মদ্রষ্টৃধ্যানহ্লালীলৈব।

ধান

এই গ্রীষ্মে আমারও যাবার কথা ছিল
তুষারপাতের দেশে।
কিন্তু এই হিমাদ্রির দেওয়া কলম
অতীন্দ্রিয় ক্ষমতায় লিখিয়ে নিচ্ছে
সারা দুপুর
ঠাঠা করছে মাঠ ধূ ধূ করছে প্রান্তর
হু হু করছে শন শন লু
দরজা বন্ধ করতে ভুলে জানলা বন্ধ করতে ভুলে
এমনকি ঋষি রুদ্র অত্রি ঐশী মিষ্টির সঙ্গে
রসিকতা করতে ভুলে
হুমড়ি খেয়ে (লেখার টেবিল নেই বলে)
অপরূপ অর্থহীনতায়
সাজিয়ে দিতে হল
শিলোঞ্ছবৃত্তির ক'টি ধান

ইস্তাহার ও পোশাক বদলানোর উৎসব

আমরা এলে সমস্ত অবৈধ প্রেমকে বৈধতা দেব।
ইস্তাহারে এ লেখা প'ড়ে
যুবক যুবতীরা
পোশাক বদলাতে লাগল।
আমরা তুলে নেব অবসর নেবার বয়স
প'ড়ে
পোশাক পরিবর্তন করতে লাগল
বুড়োরা
আমরা কোনো তদন্ত কমিশনের ফল বের করবো না
লোমশ ও দীর্ঘ নখসঙ্কুল হাতেরা
দস্তানা বদলে ফেলল
কবিদের কোনো রেলভাড়া লাগবে না জেনেও

তারা লিখতে লাগল
চাঁদ ফুল নদীর কথা
নন্দীগ্রাম সিঙ্গুর কালাহাণ্ডি আমলাশোল
দান্তেওয়াড়ে জঙ্গলমহল যেন শোনেই নি কখনো তারা
ফলে
অনেকগুলি পোশাক আশাক
বেঢপ হলেও
ফুটপাতবাসীরা পরে নিতে লাগল চটপট।

মার্কাস স্কোয়ার

কেউ পড়ে না কেউ পড়বে না।
কারও মুখ চেয়ে তো আর লেখা হয় না।
এ একটা তাগিদ।
জ্যোতির্ময়দা—জ্যোতির্ময় দত্ত বলেছিলেন
একটা বেগ।
বিশ্রী একটা উপমা দিয়েছিলেন।
পরক্ষণেই শ্বশুরমশাই
বুদ্ধদেব বসু
অভিশাপ দিলেন কবিকুলকে
দুঃখে বিদীর্ণ হোক ব'লে
আমি আর তুষার রায় পাশাপাশি
শামসের আনোয়ারও ছিল
মার্কাস স্কোয়ারের মাঠে
সর্বার্থসিদ্ধ কবিরা সেদিন
দুলিয়ে দি-চ্ছিলেন আমাদের দুই জীবনের
মধ্যবর্তী এক অনন্ত
বেয়াল্লিশ বছরের পর্দা সরিয়ে
আজও যা বিনিদ্রবেদন।

স এবাগ্নিঃ সলিলে সন্নিবিষ্টঃ

অগ্নিরূপে জলে সন্নিবিষ্ট যে তুমি
তোমাকেই নিক্ষিপ্ত করি মিলন কালে
জলপূর্ণ গর্ভে অগ্নিময় বীর্যে
নারীদেহের যজ্ঞবেদীর মুগ্ধ হোমাঞ্জলি তোমারই
এই আনন্দ আহুতিতে জলের সমর্পণে
অগ্নিরূপী আত্মা নিক্ষিপ্ত হয়
এই আগুন জলে হংসরূপে ক্রীড়ারত
তাকে জেনেই অমরত্ব লাভ করি আমরা
জন্ম মৃত্যু জরার অতীত হতে পারি
নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

উত্তর দিতে

তোমাকে কেন যে রচনা করতে গেলাম জানি না।
মাতা কন্যা বধূ হলে না—উর্বশীও।
ক্ষণকালীন ও শাশ্বত, বিলীয়মান ও অবিস্মরণীয়
তোমার জন্যে এত কষ্ট ক'রে খুঁজে বেড়ালাম
অন্ধকার স্তবক।
সম্ভাবনা ও ব্যর্থতায় দুলিয়ে দিলে
চ'লে গেলে।
লুপ্তপ্রায় পথরেখায় অপেক্ষাকাতর ধুলো
স্বপ্নের ধূসর পরতে পরতে গন্ধব্যাকুল স্মৃতি
পরাবাস্তবের বর্ণকণায় দ্যুতিময় সৌরভ লাবণ্য।
কেন যে ভুলতে পারলাম না আজও, জানি না।

গ্রাম থেকে চ'লে গেছ শহর বন্দর থেকে চ'লে গেছ
ক্লাশরুমের ডাস্টারে মোছা ব্ল্যাকবোর্ড থেকে
কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়ার লাল হলুদ উপুড় করা পথ থেকে
ডিজেল হার্ট রাস্তা থেকে বাসস্ট্যান্ড থেকে
মানুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির সমস্ত ধুলো
কুড়িয়ে মাড়িয়ে লোকোত্তর এক লোকায়ত

অবয়বে তুমি কথা বলো—শুধু অর্থহীন
কথা বলে যাও

কেন যে ভালবাসলাম কেন যে ভালবাসলাম

প্রশ্নের উত্তর দিতে আজ নেমে এসেছে দেখ
ঝড়ো হাওয়া নতমুখ সজল মেঘ।

এখন

আসবে এসো। যাবে যাও। আমার কোনো
ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই।
মনে রাখবে রাখো। রাখবে না রেখো না।
আমার কোনো বন্ধন নেই।
আসলে কেউ কোথাও যায় না, আসে না।
কেউ কিছুই মনে রাখতে পারে না
আবার সব বীজ হয়ে থাকে।
সংস্কারের পুঁটলি।
পরমহংস মশাইয়ের
ন্যাতাকাতার হাঁড়ি।
আমার এতদিন মনে ছিল না
আমি তার ফৌজী।
আসবে এসো। যাবে যাও। আমার
সব দরজা জানালা এখন হাট করে খোলা।

নিজের কথা

কে কী করে জানি না
আমি এভাবেই
এই পায়ে চলা পথ
এক টুকরো নদী
যৎসামান্য বন
চিহ্নহীন গ্রাম
এদের নিয়েই—

কে কী ভাবে বলে
আমি জানি না
আমার সোজা কথা
ভালবাসা তো ভালবাসা
অপছন্দ তো অপছন্দ
পই পই ক'রে শেখালেও
রাখঢাক নেই
আসলে কী বলতে চাই
কে জানে
আমি কি লিখি?
না লেখাই লেখে?
আমাকেই অনুবাদ করে যেন
না হলে এত
বিনাশী ও অবিনাশী বস্তুপুঞ্জে
নিজেকে দেখি কী ক'রে
নিজেকে পড়ি কী ক'রে

আমার এ-ই

নিজের কাছে

পথের ভিতর পথ নদীর ভেতর নদী
ফুলের মধ্যে ফুল
দেখতে দেখতে
পাগল হবার জোগাড়
বিশেষ ক'রে নিজের মধ্যে আর একজন আমি!
জগৎ সংসারটা যেন ছায়া
আমি কার সঙ্গে কথা বলব
কার সঙ্গে?
ছায়ার সঙ্গে?
ভেতরে যারা তারা নির্বাক
ভেতরে যা কিছু সব মৌন

ভেতরে সুষুপ্তিমগ্ন ধূসর বিস্মৃতি
অনতিস্ফুট অবয়ব
আর অনেকদিন ধ'রে আমি
আমারই কাছে চলেছি
ভেতরে
তারই
অসংখ্য পথরেখা

তীরবদ্ধ

প্রায় বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেছ।
বাসে বসতে পেয়েছিলে?
মোবাইলে চার্জ নেই বুঝি?
কী রকম ভিড় ছিল আজ?
কখন ছুটি হয়েছিল?
এখানে দুদিন বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে
মানে লু নেই আর কি
এই সব বার বার বলা কথা
আজ চারদিন বলছি না
আজ চারদিন ফোন করছি না তোমাকে
মাঝে মাঝে এরকম চুপ হয়ে
যাওয়া ভালো
মাঝে মাঝে ভুলে থাকা দরকার
বাজাবার আগে ধূসর স্তব্ধতার মতো
যেন প'ড়ে আছে সেতু
একা নিঃসঙ্গ
নীচে জল ওপরে আকাশ মাটি ও দুটি তীরবদ্ধ
শূন্য হৃদয়।

সেতুর সামনে

নিজের চালাকি যে মূর্খের মত এভাবে
মুখ থুবড়ে পড়বে
ভাবতেই পারিনি।
ধর্মের গতি অতীব সূক্ষ্ম, সত্যি।
ধ'রে রাখল না।
সরে সরে গেল সব।
সরে যায় বলেই নাম বোধহয় সংসার।
চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ না হোক
এটুকু হতে পারত।
মহত্ব টহত্ব নাই থাক
সাদামাটা একটা মানুষ
গোধূলির পথে গ্রামের ইশকুলে
দেবদারু আর রাধাচূড়াদের সম্মোহনে
প'ড়ে গিয়েছিল
নিছক দুর্ঘটনার দায় এড়িয়ে যেতেই পারত
কিন্তু ধর্ম—দু'হাত আগলে
তাকে সেই সনাতন সেতুর সামনে
পৌঁছে দিয়ে
সেই যে উধাও হল
আর তার টিকিটি দেখছি না।
ধর্মের গতি অতীব অনির্ণেয়, সত্যি!

স্বপ্ন

প্রমাণে অভাবে বিচারে বেকসুর মুক্তি পেয়ে গেল
না হলে এ অপরাধের সাজা ফাঁসি
অন্তত সুধেন্দু মল্লিকের হাতে
সাদাসিধে একটা গ্রাম্য মানুষ
তাকে ওভাবে প্ররোচিত করতে
কুণ্ঠা হয়নি?
যার ঘরবাড়ি নেই পথসম্বল চিতাশয্যার নদীসম্বল

তাকে সিংহের মাথায় পা দেওয়া তোরণ
গথিক গম্বুজ মণিমুক্ত প্রতিহারিণীর
লোভ দেখানো?
মেঘ দেখে যার ভয় বজ্রবিদ্যুতে যে কাঁপে
ঝড়ের রাতে হাঁটুতে চিবুক সারারাত জেগে কাটায়
তার হাতে তুলে দিতে হয়
প্রেমের গোলাপ?
আজ মুক্তি পেয়ে গেলেও
আমরা আবার কেস লড়ব
উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হবো
দেখি তুমি সর্বহারাদের মরুতৃষ্ণায় পাগল ক'রে
কীভাবে ঠেলে দাও মৃত্যুর মুখে।

জাতিস্মর

স্পষ্ট না হলেও ধূসর জনরবের মতন ভেসে ওঠে।
যেন ছিল। যেন কোথাও ছিল। না থাকলে
স্মৃতি হয় কী ক'রে।
ভুলে যেতে যেতে
ভুলে যেতে যেতে
এপ্রান্তে এসে বিশ্রাম যখন তন্দ্রাতুর
তখনই অবয়ব নেয় সব
যেন লুকোনো সাম্রাজ্য গোপন গুহায় সঞ্চিত
সম্পদরাশি
স্পষ্ট নয় তেমন কিছু নিরাবয়ব নয়
শস্যভারাতুর মাঠের মতন তার আঁচল থেকে
ভেসে আসে সুঘ্রাণ
সুবাসিত শুচিস্নিগ্ধ শরীর থেকে
ঘনীভূত বৃষ্টিভৈরবী
অবসন্ন রাত্রিশেষের নিদ্রাবিহ্বল পরজের মত
ভালবাসা মাখা দুটি চক্ষু
বাজতে থাকে কৌশিক কানাড়া

যেন জন্মান্তরের অভিভূত অশ্রুর অবাধ্যতা
স্পর্শকাতর সমুদ্র দূরে বহু দূরে
তরঙ্গব্যাকুল হয়ে
ডাকতে থাকে
ইন্দ্রিয়বিহীন সত্তা সাড়া দিতে পারে না?

প্রহর যাপন

যদি যাবেই তো আসার কী দরকার ছিল?
সে কি? না এলে সে যাবে কী করে?
চ'লে যাবার জন্যেই তো আসা। বিরহের জন্যেই তো
প্রেম। মৃত্যুর জন্যেই তো জীবন। আলোর মহিমার
জন্যেই অন্ধকার।
কিন্তু তুমি?
না এসেই চ'লে গেলে;
বাড়িতে আসাই কি আসা!
ইঁট কাঠ গাছপালায় কিছু চিহ্ন নেই তোমার
মেঝেতে টেবিলে কোথাও কোনো চিহ্ন নেই তোমার
যেখানে ব'লেছিলে সেই সোফা? সে কি কিছু দেখায়?
দেখায় না?
তুমি অন্ধ। বধির। অসাড়চিত্ত।
কিছু দেখতে পাওনা শুনতে পাওনা। অনুভব করতে
পারনা।
এই যে জীবনযাপনের সায়ন্তন বিষাদে
তার স্তব্ধতা নিঃসীম হাহাকার
সে কি দিব্যচিহ্ন নয়?
এই যে মৃত্যুস্পর্শিত ভ্রমণসূচির ভেতর
পালিয়ে বেড়ানো
সে কি কোনো অনুপস্থিতির ব্যথায় নয়?
তাকে দেখা যাবে না। তাকে ছোঁয়া যাবে না। তাকে
ভালবাসা যাবে না।
কিন্তু তার আসার তার চ'লে যাওয়ার
অনপনেয় প্রহরযাপন
শেষ হবে না কোনোদিন।

শিলোঞ্ছবৃত্তির ব্রত

খুঁটে খুঁটে আনি। ক্ষেতে ফেলে যাওয়া
ধানের মঞ্জরী
যবের দানা। গম।
আমার দিনাতিপাত।
মনু বলেছেন শিলোঞ্ছবৃত্তি।
মাঠের পর মাঠ ফসলে পরিপূর্ণ
সোনার ফসল
কী শিল্পসিদ্ধি!
আমার ছোট্ট ঠোঁটে তুলে তুলে আনি দানা
তাতেই হেউ ঢেউ
লোভী পিঁপড়ের মত, একদানা চিনি নিয়ে
যেতে যেতে বলে, এসে
সমস্ত পাহাড়টা নিয়ে যাব!
অথবা সেই ছোট্ট ভীতু পাখিটার মত
টুকরো টুকরো ফেলে যাওয়া জিনিস খড়কুটো
নিয়ে গিয়ে বাসা বানায়
সেও এক শিল্পসিদ্ধি।
আমার আশ্চর্য লাগে কবিদের
কী বিস্তীর্ণ শিল্পরাশি
দিকদিগন্তজোড়া শস্যশিহরিত মাঠ
অমনোযোগী অনিপুণ আমি খুঁটে খুঁটে আনি শব্দ
সেইসব রাশি রাশি ভাঁড়ার থেকে
খাই বেঁচে থাকি
আমার পুষ্টি আমার প্রাণ আমার
মুখোমুখি দাঁড়াবার ভারহীন অদীন ভুবন

বলতে পারি না

কি অনায়াসে লিখতে পারতাম তোমার নাম
কত সহজে বলতে পারতাম ঠাকুর ওকে এনে দাও
অবিচলিত বিশ্বাসে ভর ক'রে পেরিয়ে যেতাম

শ্মশানচেরা সরু পথ শ্বাপদসঙ্কুল জঙ্গল
ঝাঁপ দিয়ে আটকে দিতাম ভেসে যাওয়া
কাগজের নৌকো

এখন তোমাকে নিবেদিত লেখাগুলি
উৎসর্গ করতে পারি না
সরাসরি তাকাতে পারি না চোখের দিকে
অসমসাহসী ঝাঁপ দিতে কত কাতরতা
স্পষ্ট ক'রে বলতে পারি না
তোমাকে ভালবাসি

সব নাগরিক ভঙ্গিতে বলতে হয়
বাঁকা ক'রে বলতে হয়
দুর্বোধ্য জটিল নিরর্থকতার দিকে নিয়ে যেতে হয়
অতিপ্রজ অসংলগ্ন অনির্বাচিত শব্দে বাজাতে হয় ঢাক
প্রাচীন পদাবলীতে ফিরে যেতে খুব
নিঃসঙ্গ লাগে

মাঝে মাঝে মনে হয়
তোমার তো অগাধ ঐশ্বর্য—
তারপর আর বলতে পারি না কণ্ঠ রুদ্ধ হয়, যেন
তোমার কাছে খুব ছোট হয়ে গেলাম!

মধ্যবর্তী

নিছক খেয়ালে এসেছিল। নিছক খেয়ালে চ'লে গেছে।
আমি আগের মতই দরজা খুলে রাখব।
জানলা বন্ধ করব না।
বাইরে যাব। ফিরে আসব। বাইরে যাব।
কুড়িয়ে আনব চিহ্নহীন গ্রাম হারিয়ে যাওয়া দীঘি
বাতিল হয়ে যাওয়া ছন্দ প্রবৃদ্ধ অশ্বত্থের
জরার কারুকার্য।
আসতে হয়। যেতে হয়। দুঃখ পেতে হয়।

দুঃখের ভিতরে যে দুঃখ থাকে
তাকে আসন দিতে হয়।
জল।
তখন অবসান। তখন নিচু মেঘ। হাওয়ায় কানাকানি।
তখন তার আসা আর চ'লে যাওয়ার মধ্যবর্তী
ঐশ্বর্য
কিছু ফেলে যায় কিছু রেখে যায় কিছু ভ'রে যায় কিছু
ঝ'রে যেতে থাকে।

তুমি এসে

এগুলি আমার নিজের। ওই গুলি অন্যদের।
এগুলি আমার একান্ত। ওইগুলি পারিপার্শ্বিক।
এগুলি লুকিয়ে রাখি খাতায়। ছাপতে দিই না।
ওগুলি ছড়িয়ে দিই ধুলোয় বালিতে পথে পথে।
এগুলি আবরণহীন আভরণহীন নিরভিপ্রায়ের।
ওগুলি ছেনিতে বাটালিতে অভিপ্রেত অবয়ব।

মাঝে মাঝে তুমি এসে সব তছনছ ক'রে দাও।
ফিরে দেখি ঘরময় কাগজ গোপনতা লজ্জা।
আমার নিজের ব'লে কিছু নেই ব্যক্তিগত ব'লে কিছু নেই।

আনন্দে উদগত অশ্রুবাষ্পে ঝাপসা হয়ে যায় সব।

'প্রাচীন পদাবলী'র ভূমিকা

সতের বছর আগে কোনো আবেগঘন দিনে
যেগুলি শুধুই নিজের জন্যে লিখেছিলাম
অবশেষে তাও ছাপা হয়ে গেল
প্রাচীন পদাবলী
এই নামই এখন অচ্ছুৎ
এখন প্রেম নেই ভালবাসা নেই কোথাও

লেখাগুলি সংখ্যায় অনেক হলেও
একটিই কবিতা
আকাশ ও মৃত্তিকা স্পর্শ করে মধ্যবর্তী হাহাকার
মধ্যবিত্ত স্পর্শকাতরতা
বিম্বিত জলরেখায় আঁকা অস্থিত উচ্চারণ
নিস্তরঙ্গ নির্বাক কোনো ঘোষণাহীন কলরোল
অনির্বচনীয় কানাকানি
তাহিতিয়ান ল্যান্ডস্কেপ
মাতাল তরণী
এক অব্যাখ্যাত প্রহর যাপন
এক জীবনানুগ ভ্রমণসূচির নির্জন অবসান
নিঃসঙ্গ সুবর্ণরেখা

ঘরে ফেরা

রেবা কথাটা প্রায়ই বলে।
ঘরে ফেরার সময় হয়েছে।
ওর বন্ধুরা বুঝতে পারে না। আমিও
একদিন মুখের দিকে তাকিয়ে আছি
ঘরেই রয়েছি অথচ ঘরে ফেরা!

বহুদিন প্রবাস বাস হল।
মাঝে মাঝেই আজকাল মন চঞ্চল
হয়ে পড়ে।
ঘরের কথা মনে পড়ে না
কোনো স্মৃতিই তো নেই
তবু ঘরে ফিরতে হবে
ঘরে ফিরতে হবে
ভেবে শেকড়ে যেন টান লাগে
মুঠো আলগা হয়ে যায়
একটা দীর্ঘ অপেক্ষমান ছায়া
আমার সঙ্গে সঙ্গে দিগ্বলয়ের দিকে
হেঁটে যেতে থাকে।

বিকেলও শেষ হয়ে আসে

বিকেলও শেষ হয়ে আসে
মুখ ও মুখোশ সব বিবর্ণ দেখায়
ছায়ারা কী দীর্ঘ
পড়ে থাকে জীর্ণ হাড় পাঁজর কঙ্কাল করোটি
বিলীন রোদ্দুরে
হাহাকারের অণিমাসিদ্ধি
বিকেলও শেষ হয়ে আসে
কেউ মনে রাখে না কেউ মনে রাখেনি
জলমগ্ন চোখ শিল্পমগ্ন চোখের তৃষ্ণা
অবিরল ধ্বনিহীন ধূসর পাতা ঝরা
প্রবাদপ্রতিম লুর শন শন
বাঁকুড়ার মুখ
বিকেলও শেষ হয়ে আসে
ঘরে আর না ফেরার জলবিম্ব অবসান
আর অপেক্ষা না করার সমাহিত ধ্যান ও ধ্যানহীনতা
নির্জন অন্ধকারের হাসিমুখ
বাস্তুহারা স্তব্ধতার দিকভ্রান্ত মুখ
অসমাপ্ত অন্বেষণ
বিকেলও শেষ হয়ে আসে

আপন মনে

কি দাওনি। শুধু আমার লোভের অন্ত নেই।
হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি।
একেক সময় উপচে প'ড়ে ধুলোতে বালিতে।
তুমিই নিচু হয়ে কুড়িয়ে দাও আবার।
বলো সাবধানে নিয়ে যাস। আমার
লজ্জা করে শুনে।
অনভিপ্রেত এই জীবন। আর্ত প্রপন্ন ক্ষীণপ্রাণ এই জীবন।
তোমাকে কিছু দেওয়া হলো না। তোমাকে
ভালবাসা হলো না। তোমাকে ছেড়ে
চ'লে যাওয়া হলো না।
আপন মনে বলে উঠি ঃ তুমি কী ভালো!

আমি যাই

বলেছিলে আসবে। বলেছিলে ক'টা দিন না হয় থাকবে।

বহুদিন হয়ে গেল।

আমি চ'লে যাব। আমি আর থাকব না।

তুমি তো সমুদ্রেই আছ, শুনতে পাচ্ছ তরঙ্গাঘাতের শব্দ?
শুনতে পাচ্ছ প্রত্যাখ্যানের নীরব ধ্বনি?
প্রত্যাবর্তনের প্রপন্ন প্রতিক্রিয়া?

বলেছিলে আসবে। বলেছিলে ভালবাসবে।

বহুদিন হয়ে গেল।

আমি এবার যাই।

একদিন

মাঝে মাঝে গাঙ্গুলিবাগান যাব। নরেন্দ্রপুর যাব।
পুরুলিয়াও।
যাব কাছাকাছি ছোট ছোট জায়গায়।
যেমন পুরী। যেমন দেওঘর। জয়রামবাটি।
বাড়ি বন্ধ থাকবে। ধুলোয় পাতায় মাকড়সার জালে ঢাকা।
ফেরৎ চলে যাবে চিঠি। ইলেকট্রিক ফোনের বিল।
বন্ধুরা।
ম্লান হয়ে আসবে তোমার একদিন
দুপুরে আসার দাগ
বিকেলে চলে যাবার চিহ্ন
অর্থহীন অথচ মহার্ঘ
ক'টি সংলাপ।
একদিন আর বন্ধ দরজা খোলাই হবে না।